POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

## আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ۝

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)


بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 36

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 8 সেপ্টেম্বর, 2022 11 সফর1444 A.H


## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

### সুদ খাওয়ার নিন্দা এবং এর শাস্তি

২০৯৩) হযরত সাহার বিন সাআদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'এক মহিলা 'বুরদা' নিয়ে আসে। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বুরদা কি? তাঁকে বলা হয়, হ্যাঁ, ডোরাকাটা চাদর। সেই মহিলা বলল-'হে রসুলুল্লাহ্‌! আমি এটি নিজের হাতে বুনেছি আপনাকে পরানোর জন্য। নবী (সা.) সেটি গ্রহণ করেন। এটি তাঁর প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি আমাদের কাছে সেই চাদর পরিহিত অবস্থায় আসেন। লোকেদের মধ্যে একজন বলে উঠল হে রসুলুল্লাহ! আমাকে এই চাদরটি পরার জন্য দিন। তিনি (সা.) বললেন- বেশ। তিনি (সা.) কিছুক্ষণ মজলিসে বসে থাকলেন এরপর ভিতরে গিয়ে সেটিকে ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তাঁর এই চাদরটি চেয়ে ভাল কাজ করলে না। তুমি তো জানই যে কেউ চাইলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। সেই ব্যক্তি বলল, খোদার কসম! আমি এটি এই কারণে চেয়েছি যাতে আমার মৃত্যুর পর এটি কাফন হয় । হযরত সাহাল (রা.) বলেন, সেই চাদরটিই তার কাফন হয়েছিল।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

জুমআর খুতবা, ২২ জুলাই ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব

**কুরআন শরীফকে ভালভাবে আর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করাও ভাল কাজ, কিন্তু কুরআন শরীফের তিলাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া আর মানুষের মধ্যে এক পরিবর্তন সাধন করা।**

## হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

কুরআন শরীফের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল পৃথিবীকে তাকওয়ার শিক্ষা দেওয়া যার মাধ্যমে তারা হেদায়াত লাভ করতে পারে। এই আয়াতে তাকওয়ার তিনটি ক্রম বর্ণিত হয়েছে।

اَلَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ

(আল বাকারা: ৪) মানুষ কুরআন শরীফ পাঠ করে কিন্তু টিয়ে পাখির মত না বুঝেই পড়ে চলে। যেভাবে একজন পণ্ডিত তার পুঁথি অন্ধের মত পাঠ করতে থাকে। না সে নিজে বোঝে আর না শ্রবণকারীরা বুঝতে পারে। অনুরূপভাবে দুই-চার পারা পড়ে নিলাম অথচ কিছুই বোধগম্য হল না- কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বলতে কেবল এইটুকুই বাকি থেকে গেছে। খুব বেশি হলে সুর করে পড়ে নিলাম আর 'কাফ' ও 'আইন'-এর শুদ্ধ উচ্চারণ করলাম। কুরআন শরীফকে ভালভাবে আর সুললিত কণ্ঠে পাঠ করাও ভাল কাজ, কিন্তু কুরআন শরীফের তিলাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল এর অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব ও সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া আর মানুষের মধ্যে এক পরিবর্তন সাধন করা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭)

**অনেকের মতে জাগতিকতার মধ্যে লিপ্ত থেকে মানুষ খোদা তা'লাকে ভালবাসতেই পারে না। ইসলাম জগত ত্যাগ করার শিক্ষা দেয় না। বরং জাগতিক কাজে অংশ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আত্মসংশোধন করার আদেশ দিয়েছে।**

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বাকার-৪ নং আয়াত

اِنَّهٗ لَيۡسَ لَهٗ سُلۡطٰنٌ عَلَى الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا وَعَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ

এর ব্যাখ্যায় বলেন: অনেকের মতে জাগতিকতার মধ্যে লিপ্ত থেকে মানুষ খোদা তা'লাকে ভালবাসতেই পারে না। বাইবেলে হযরত মসীহ্‌র প্রতি এই ভাষ্য আরোপিত হয়েছে-

১) ধনী ব্যক্তির খোদার রাজত্বে প্রবেশ করার চাইতে ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট পেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ।"

(মতি,অধ্যায়-১৯, আয়াত-২৪)

২) খোদার রাজত্বে ধনীদের প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; কেননা, ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উট পেরিয়ে যাওয়া সজহতর বিষয়।

(লুকা, ১৮ অধ্যায়, আয়াত-২৪-২৫)

এমন চিন্তাধারার মানুষদের পক্ষ থেকে এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারত যে, জগতের বিষয়ে সংবাদ পড়লে যদি অনেকের ঈমান দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকত, তবে মুসলমানদের জাগতিক বিজয়সমূহ এবং রাজত্ব লাভের সংবাদ কেন দেওয়া হয়েছিল? এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, দুর্বল ঈমানের মানুষকেই শয়তান বশে করে। মোমেন জাগতিকতার সঙ্গে যুক্ত থেকেও ধর্মের বিষয়ে উদাসীন হয় না। সুতরাং, এখানে আমরা কেবল দুর্বলদের সতর্ক করছি। একথা স্বীকার করছি না যে, দৃঢ় ঈমানের অধিকারীরও জাগতিকতায় লিপ্ত হয়ে নাজাত তথা মুক্তিলাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এই কারণেই ইসলাম জগত ত্যাগ করার শিক্ষা দেয় না। বরং জাগতিক কাজে অংশ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আত্মসংশোধন করার আদেশ দিয়েছে। যদি পুণ্যকে জগত থেকে পৃথক রাখা হয়, তবে স্পষ্টতই পৃথিবীর সংশোধন হতেই পারে না। যদি এমন মানুষদের হাতে পৃথিবীর কর্তৃত্ব আসে যারা জগতের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও ন্যায়, সততা এবং তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, একমাত্র তবেই পৃথিবীর সংশোধন হতে পারে এবং অপরের জন্য সৎ দৃষ্টান্ত হতে পারে। দেখুন, রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের হাতে জাগতিক শাসন ক্ষমতা এল তখন তাঁরা কিভাবে সেই কাজের মধ্যে থেকেও তার থেকে পৃথক থাকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা এমন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার নজির এই তেরোশ বছরেও পাওয়া যায় নি। সেই দৃষ্টান্ত বিবেকবান ব্যক্তিদের হৃদয়কে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে দেয়।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

## ১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্‌ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর জার্মান সফর, ২০১৩

### হুযুরের ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। যে আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং কয়েকজন বক্তার কথার উপর কয়েকটি বিষয় নোট করেছিলাম। কিন্তু আমি মিঃ স্টকবার্গার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি একজন পাদ্রী। তিনি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। শান্তি এবং ধর্মের বিষয়ে আরও অনেক যে সব কথা আমার বলার ছিল তা তিনি আমার পক্ষ থেকে বলে দিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

যাইহোক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি একত্রে মিলেমিশে থাকা যায় তবে এটি খুব ভাল কথা। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা খৃষ্টান ও ইহুদী উভয়কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে, এস! আমরা সেই বিষয়ে ঐক্যমত হই, সেই কলেমা বা বাণীর উপর ঐক্যবদ্ধ হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন আর সেই অভিন্ন কলেমা হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

এখানে একটি বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করব। তিনি বলেছেন, হিন্দুরা এক খোদায় বিশ্বাসী নয়। বস্তুতঃ হিন্দুরাও তাদের নানান দেবতা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারাও এক খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে। এবং সেগুলি এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য, ভিন্ন ভিন্ন যুগে। যদি সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং সেই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব করেছেন, তবে বাণীও একটিই হওয়া উচিত ছিল। আর সেই বাণী একটিই ছিল- অর্থাৎ খোদার উপাসনা কর, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপন কর। এই কারণেই আমরা, যারা প্রকৃত মুসলমান, সমস্ত আম্বিয়াগণের উপর বিশ্বাস রাখি। আমরা এই বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক জাতিতে এবং প্রত্যেক ধর্মে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আম্বিয়া, প্রত্যাদিষ্ট ও পুণ্যবান পুরুষগণ আবির্ভূত হয়েছেন যারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব যখন সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এমন কোন অধিকার নেই যে, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং বিবাদে লিপ্ত হবে বরং কুরআন শরীফকে যদি গভীর মনোযোগের সহকারে পাঠ কর তবে দেখবে আঁ হযরত (সা.) কে যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার কারণ ছিল মুসলমানদের উপর দীর্ঘ সময় যাবৎ নিপীড়ন ও নির্যাতন যার ফলে তিনি (সা.) দেশ ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর অনুমতি প্রসঙ্গে কুরআন করীমে যে আয়াত রয়েছে সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে, যদি তোমরা অত্যাচারীর হাত প্রতিহত না কর, তবে এই অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেই কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে একথা লেখা আছে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এজন্য আবশ্যক যে, যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন গীর্জা অবশিষ্ট থাকবে না, কোন সেনাগউজ কিম্বা কোন মন্দির বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, যেখানে মানুষ উপসনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়।

অতএব একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য জরুরী হল যখন সে নিজের মসজিদের সুরক্ষা করতে চাই, তখন তার কর্তব্য হবে গীর্জার ও মন্দিরের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করা এবং তাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সহকারে মিলেমিশে থাকা। এই শিক্ষাকে যদি মেনে চলা হয় তবেই প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটবে।

আমাদের সামনে কুরআন করীমের যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে তার সারমর্ম হল মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, দরিদ্র, অনাথ এবং মুসাফিরদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, সেবামূলক কাজও কর এবং এর পাশাপাশি নামায পড় ও যাকাত দাও। যাকাতের অর্থই হল নিজের সম্পদকে পবিত্র করা। আর সম্পদের শুদ্ধিকরণ হয় আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির সেবায় সেই সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে। অতএব প্রকৃত মুসলমানরা এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং আমরা আহমদীরা দাবি করি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা এর উপর অনুশীলনও করি। এই কারণে সারা বিশ্বে আহমদীরা যেখানেই তবলীগ করে, ইসলামের বাণীর প্রসার করে, সেখানে মানব সেবামূলক কাজও করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র দেশসমূহে বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলিতে বা এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে আমাদের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিভেদ ছাড়াই সেবা করে চলেছে। আমাদের হাসপাতালের ৯০ শতাংশ রোগী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। আমাদের স্কুলগুলির ৯০ শতাংশ ছাত্র খৃষ্টান অথবা তাদের কোন ধর্ম নেই, কিম্বা তারা অন্য কোন ধর্মের। তাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রদেরকে কোন তারতম্য ছাড়াই বৃত্তি দেওয়া হয়। কেবল এই জন্য যে, এটি একজন মানুষের অধিকার যে যদি পরিস্থিতির কারণে কোন কোন বিষয় থেকে সে বঞ্চিত থেকে যায় তবে সাধ্যমত তাদেরকে যেন সাহায্য করা হয় এবং তাদের সেই বঞ্চনা মেটানো হয়। এটিই মানবতার সেবা।

এখানে মসজিদের কথা বলা হচ্ছে, মসজিদ ইবাদতের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে, কিন্তু কুরআন করীমে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের নামায তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেন অন্যদিকে তিনি বলেন যে, তোমাদের ইবাদত বা নামায তোমাদের মুখে ছুড়ে মারব। এটিকে তোমাদের বিরুদ্ধে করে দেওয়া হবে। কেননা তোমরা দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি দাও না। তোমরা অনাথদের প্রতি যত্নবান নও। তোমরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর। এই কারণে তোমাদের নামায গৃহীত হবে না। অতএব একথা একজন প্রকৃত মুসলমানের কল্পনার অতীত যে, কোন প্রকারের ফিতনা বা নৈরাজ্যের সঙ্গে তার নাম যুক্ত হতে পারে।

মসজিদ উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময় আপনাদের একজন ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট শহরে মসজিদ নির্মাণ করার পিছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, এখানে আহমদীরা বাস করে। অনুরূপভাবে খৃষ্টান, ইহুদী এবং হয়তো অন্যান্য ধর্মের মানুষও বাস করে। তিনি বলেন এখানে ১২০টি জাতির মানুষ বসবাস করে। তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত করার জন্য উপাসনাগার তৈরী করেছে। আমরা আহমদী মুসলমানদেরও একটি উপসনাগারের প্রয়োজন ছিল যা এখন নির্মিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও পালন করি এবং মানবতার সেবার কাজও উত্তমরূপে পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারি। আর এটিই আমদের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যেই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে থাকি এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করে করে থাকি।

এই স্থানটি একসময় বাজার ছিল। আজ এটিকে মসজিদের রূপান্তরিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জার্মানীর আরও একটি শহরে (শহরটির নাম স্মরণে আসছে না) একটি স্থানে একসময় বাজার ছিল, পরবর্তীতে সেটিকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও তাদেরকে বলা হত যে, এখানে মার্কেট ছিল, যেখানে মানুষ পার্থিব সামগ্রী কেনাকাটা করত। এখন এই স্থানটিকে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে সেই সমস্ত মানুষের সমাগম হয় যারা আধ্যাত্মিক বস্তু বিনিময় করে, খোদা তা'লার ইবাদত করে, খোদার বাণী শোনে এবং যারা মানবতার সেবার জন্য পরিকল্পনা করে থাকে। মানুষের ধারণা, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর মুসলমানরা হয়তো কোন ষড়যন্ত্র রচনা করবে বা শহরের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্ষতি করবে। এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। জামাত আহমদীয়া যেখানেই সর্বত্রই মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে' মন্ত্রের পূর্বাপেক্ষা অধিক উপর জোর দিয়ে থাকে। এবং প্রতিবেশী ও

বিশ্ববাসীকে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের এটিই কর্তব্য। ধর্ম বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসে নি। ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রত্যেক নবী ভালবাসার শিক্ষার প্রসার করতে এসেছিলেন। তাঁরা সেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছিলেন যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন।

অতএব জামাত আহমদীয়ার এটিই বাণী এবং আপনাদের উদ্দেশ্যেও এই একই বার্তাই দিব। আমাদের প্রতিবেশীরা এখন দেখবে যে, মার্কেট থেকে মসজিদে রূপান্তরিত এই স্থানটি থেকে ইবাদতকারীরা নিজেরা আধ্যাত্মিকরূপে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি তার চার পাশের মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা ছড়িয়ে দিবে। পূর্বে আপনারা মার্কেটে অর্থ দিয়ে জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে বিনা অর্থ ব্যয়ে আপনারা ভালবাসার নমুনা দেখবেন। ভালবাসার উপহার পাবেন। পূর্বে আপনারা পকেটের পয়সা খরচ করে কোন জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে সেই সমস্ত

এরপর ১১ পাতায়

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"**

**(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)**

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)**

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

# জুমআর খুতবা

**এই জলসা কোন জাগতিক মেলা নয়, বরং আল্লাহ্ ও রসূলের কথা শোনার জন্য এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ার জন্য আমরা এখানে সমবেত হই ও হয়েছি।**

**জগদ্বাসী স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য মানুষ জোগাড়ের চেষ্টা করে কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এর একেবারে বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। অর্থাৎ, এত কমী এসে যায় যে, তাদেরকে সামাল দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপনাকে হিমশিম খেতে হয়।**

**সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি তা এক মহান উদ্দেশ্য।**

**কতই না সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে অতিথিসেবার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেন আর অতিথিও তারা যারা যুগ ইমামের আহ্বানে (সাড়া দিয়ে) আগমন করেছেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর কথাবার্তা শোনার জন্য এসেছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের বাসনা নিয়ে এসেছেন।**

## জলসা সালানা যুক্তরাজ্যে অংশগ্রহণকারী অতিথি ও কর্মীবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ।

**সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক** লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৯ জুলাই , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা ( ২৯ওয়াফা, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা ২০১৯ সালের পর পুনরায় বিস্তৃত পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত বছরও জলসা হয়েছিল কিন্তু সীমিত সংখ্যায় (হয়েছিল)। যদিও এ বছরও জলসা সালানা কেবলমাত্র যুক্তরাজ্য জামাতের এবং বহির্বিশ্বে র অতিথি (খুবই) সীমিত সংখ্যায় যোগদান করছেন কিন্তু তিনদিনই ইনাশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের সকল জামাতের অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে, আর ইনশাআল্লাহ্ (সবাই) যোগদান করবেন। আশা করি, উপস্থিতি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

যেমনটি আমরা সবাই জানি, করোনা মহামারীর কারণে নিয়মিত বার্ষিক জলসার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করতে হয়েছে এবং জলসার কল্যাণরাজি থেকে আমরা রীতিমত কল্যাণমণ্ডিত হতে পারি নি, এক বছর তো মোটেও (পারিনি)। এবছরও এই মহামারীর প্রকোপ ওঠানামা করছে এবং এখনও সম্পূর্ণভাবে এটি দূর হয় নি। বরং এখানেও এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও সম্প্রতি এটি বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে (একস্থানে) সমবেত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিধি-নিষেধ ছিল তা এখন আর সেভাবে নেই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমরা সবাই সচেতনতামূলক পদক্ষেপ পরিহার করবো।

স্বাস্থ্যবিধির সকল দিক (জলসায়) অংশগ্রহণকারী সবারই দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এগুলো মেনে চলা উচিত।

সচেতনতামূলক পদক্ষেপের মধ্যে একটি হলো, (জলসায়) অংশগ্রহণকারীগণও এবং কর্তব্যরত কর্মীদের সবাই মাস্ক পরে থাকবেন। জলসা গাহে বসে থাকার সময়, ডিউটি প্রদানের সময় অথবা বাহিরে ঘোরাফেরার সময়ও (মাস্ক পরবেন)। একইভাবে আয়োজকগণও এবছর সকালে আসার সময় এবং ফিরে যাবার সময় যেসব হোমিওপ্যাথি ঔষধ তাদের মতে এ রোগ (নিরাময়ে) কার্যকর তা (সবাইকে) দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাতে আরোগ্যও নিহিত রাখুন। ঔষধে নিরাময় রাখা আল্লাহ্ তা'লার কাজ কিন্তু আমাদেরকে বাহ্যিক চেষ্টা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে এ (জলসায়) অংশগ্রহণকারী সবাইকে বলবো, ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করুন।

জলসা উপলক্ষ্যে সেসব কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী যারা নিজেদের সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবায় উৎসর্গ করেন তাদেরকে আমি সাধারণত জলসার এক সপ্তাহ পূর্বে র খুতবায় কোন কোন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষ ণ করি। (কিন্তু ) গত খুতবায় আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নি তাই আজ এ বিষয়ে কিছু কথা বলবো। কতিপয় কিশোর, যুবক এবং নতুন ডিউটি প্রদানকারীও রয়েছে; (এতে) তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। গত তিন বছরে পাকিস্তান থেকেও অনেক লোক এখানে এসেছেন, যাদের জলসায় ডিউটি দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই; কেননা সেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ জলসা হচ্ছে না। এবিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষ ণ করলে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কেও তারা অবগত হয় বা অবগত হবে। একইভাবে আমি বলেছি, (এতে) পুরোন কর্মীদেরও স্মরণ করানো হয়ে যায়। যাহোক, এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলবো। এছাড়া আগমনকারী অতিথিদেরও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য কিছু কথা বলবো। আমরা যদি এসব কথা দৃষ্টিপটে রাখি তাহলে জলসার প্রকৃত পরিবেশ থেকে আমরা উপকৃত হতে থাকবো ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই জলসা কোন জাগতিক মেলা নয়। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৫)

বরং আল্লাহ্ ও রসূলের কথা শোনার জন্য এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ার জন্য আমরা এখানে সমবেত হই ও হয়েছি। আল্লাহ্ ও রসূল যা বলেছেন আমরা যখন সেসব নির্দেশের ওপর আমল করি তখন আমরা হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ (তথা আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার) উত্তমরূপে প্রদানকারী হতে পারি। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি; প্র থমে আমি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো। মাস্ক এবং ঔষধ সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলে দিয়েছি, এগুলো মেনে চলুন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের যুবক, শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদের মাঝে এ বিষয়ে আগ্রহও আছে আর বুৎপত্তি আছে যে, আমরা জলসায় আগত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করার উদ্দেশ্যে নিজেকে উপস্থাপন করবো এবং উত্তমরূপে সেবাও করবো। সেবকরা যে কোন পেশার বা বংশের সাথেই সম্পর্ক রাখুন না কেন, ধনী-দরিদ্র সবাই এই প্রেরণা নিয়েই (কাজ করতে) আসেন। জলসার কাজ শুধু জলসার এই তিন দিনেই হয় না বরং কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ই আরম্ভ হয়ে যায়। আর এখন তো এমটিএ তাদের বিভিন্ন সংবাদে এবং ছোট ছোট ক্লিপস আকারে এগুলো দেখাতে থাকে যে, কীভাবে কাজ হচ্ছে। যদিও কিছু কাজ বাহিরের বিভিন্ন কোম্পানি এবং ঠিকাদারদের দিয়ে করানো হয় কিন্ত এছাড়াও অনেক কাজ আছে যার জন্য জনবলের প্রয়োজন পড়ে। আর সেচ্ছাসেবীরা নিজেদের সময় কুরবানী করে সেবা প্রদানের মাধ্যমে এই শক্তির যোগান দিয়ে থাকে। আর যেমনটি আমি বলেছি, সকল শ্রেণীর মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জগদ্বাসী স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্য মানুষ জোগাড়ের চেষ্টা করে কিন্তু আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এর একেবারে বিপরীত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। অর্থাৎ, এত কমী এসে যায় যে, তাদেরকে সামাল দিতে গিয়ে ব্যবস্থাপনাকে হিমশিম খেতে হয়।

জলসার যেগুলো নিয়মিত ডিউটি সেগুলোর তো পূর্বেই চার্ট বা তালিকা প্রস্তুত করা হয়, প্রোগ্রাম প্রণয়ন করা হয়। সব বিভাগকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী সরবরাহের চেষ্টা করা হয় আর প্রদানও করা হয় কিন্তু জলসার পূর্বে যে ওয়াকারে আমল রয়েছে অথবা পরবর্তী যে ওয়াকারে আমল থাকে

সেক্ষেত্রে অনেক অতিরিক্ত মানুষ চলে আসে, কেননা (এজন্য) সাধারণভাবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই গত রবিবারেও হাদীকাতুল মাহদীতে এত কমী একত্রিত হয়ে যায় যে, ব্যবস্থাপনা যা প্রত্যাশাও করে নি, আর আমি জানতে পেরেছি; তাদের জন্য খাবারেরও যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ব্যবস্থাপনার উচিত ছিল, লোক সংখ্যা দেখে পূর্বে ই এর ব্যবস্থা করা। এটি যিয়াফত বা অতিথিসেবা বিভাগের কাজ। এসব স্বেচ্ছাসেবী খাবারের সময় এসে জড়ো হয় নি, কেননা সকাল থেকেই কাজ করছিল অথবা সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার ধারণা, গত শুক্রবার খুতবার শেষদিকে আমি যখন জলসার বরাতে দোয়ার জন্য বলি আর কর্মীদের জন্যও দোয়ার অনুরোধ করি তৎক্ষণাৎ একটি বিশেষ প্রেরণা নিয়ে অন্য লোকেরাও নিজেদের সেবা উপস্থাপন করে। যাহোক, ব্যবস্থাপনার উচিত তারা যেন বিশেষ করে ডববশবহফং অর্থাৎ শনিরবিবারে বিশেষ ব্যবস্থা রাখেন। ভবিষ্যতের জন্য যিয়াফত বিভাগের এসব কথা নোট করা উচিত।

অনুরূপভাবে এটিও যিয়াফত বিভাগের কাজ, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জলসার দিনগুলোতেও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার প্রস্তুত করুন। এবছর যে জলসা হচ্ছে, যেহেতু সঠিকভাবে অনুমান করা যাচ্ছে না, কারো কারো দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে যে, রোগের কারণে লোকজন আসবে কিনা আবার কতেক মনে করে, আতঙ্কের কারণে আসবে কিনা তা জানা নেই। আবার কারো কারো ধারণা হলো, দীর্ঘ সময় পর জলসা হচ্ছে তাই অবশ্যই (মানুষ) আসবে। কিন্তু সাধারণত আমাদের ব্যবস্থাপনার যখন খরচের প্রশ্ন আসে, বিশেষভাবে খাবারের দায়িত্ব প্রাপ্ত যিয়াফত বিভাগের; তাদের দৃষ্টি নেতিবাচক হয়ে থাকে। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার প্রস্তুত করার পরিবর্তে এই আশায় থাকে যে, খাবার কম প্রস্তুত করো– কেননা লোকজন কম আসবে। এটি একেবারেই ভুল কাজ।

যিয়াফতের দায়িত্ব হলো, যেসব অতিথি আসছেন তাদের পুরোপুরি আতিথেয়তা করা।

একইভাবে এ প্রসঙ্গেই খাবার বিষয়ে আমি নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছি; এখন গ্রীষ্মকাল বা গরমের দিন। যিয়াফত বিভাগের উচিত, যাদের দ্বারা মাংস কাটাবেন, যতটুকু মাংস কাটা হবে তা সঙ্গে সঙ্গে চিলারে বা হিমাগারে চলে যাওয়া উচিত, এমন যেন না হয় যে, সারাদিন (বাইরে) পড়ে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরে লোকদের অসুস্থ বানিয়ে ফেলবে। একইভাবে অন্যান্য খাবারের (গুণগত মান) সম্পর্কেও আশ্বস্ত হওয়া উচিত। যাহোক, যারা প্রথমে এসেছিলেন, আমি যাদের বিষয়ে উল্লেখ করছি, সেবার মানসে স্বেচ্ছাসেবক দল তারা তো সেবার উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। তারা খাবার পেয়েছেন কি পাননি (তা না দেখে) নিরবে চলে গেছেন কিন্তু ব্যবস্থাপনার এই দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

কর্মীদেরও আমি বলতে চাই, জলসার এই তিন দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর অতিথিদের এই প্রেরণা নিয়ে সেবা করুন যাতে সর্বদা তাদের এই অনুভব থাকেআর তাদের হৃদয়ে (জাগরূক) থাকে যে, আমরা আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অথবা কোন অতিথিদের কাছ থেকে এই সেবার কোনো প্রতিদান নিব না আর আমরা প্রতিদান পাবোও না বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে এসব অতিথির সেবা করতে হবে আর সেই সাহাবী এবং তাঁর স্ত্রীর আদর্শকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যারা (তাদের) সন্তানদেরকেও অভুক্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর নিজেরাও অভুক্ত থেকেছেন আর অতিথিদের আতিথেয়তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। প্রদীপ নিভিয়ে অতিথিকে বুঝিয়েছেন যে তারাও অতিথির সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করেছেন আর খোদা তা'লা তাদের এই কাজে এতটাই প্রীত হয়েছেন যে, মহানবী (সা.)–কেও এর সংবাদ দিয়েছেন এবং পরের দিন মহানবী (সা.) সেই সাহাবীকে বলেন, তোমাদের রাতের কৌশলে (অর্থাৎ, সেই অতিথিকে খাবার খাওয়ানোর জন্য যে কৌশল ছিল– তা দেখে) আল্লাহ্ তা'লাও হেসেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এতে খুবই আনন্দিত হয়েছেন এবং হেসেছেন আর পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা এমন কুরবানীকারীদের উল্লেখ করেছেন।

এসব কুরবানীকারী নিঃস্বার্থভাবে কুরবানী করে থাকেন আর এরাই সফলকাম হবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, হাদীস–৩৭৯৮)

অতএব, এটি ছিল সাহাবীদের আতিথেয়তা এবং অতিথিসেবার রীতি।

কতই না সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে অতিথিসেবার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেন আর অতিথিও তারা যারা যুগ ইমামের আহ্বানে (সাড়া দিয়ে) আগমন করেছেন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)–এর কথাবার্তা শোনার জন্য এসেছেন, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের বাসনা নিয়ে এসেছেন।

অতএব, অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ঐসব স্বেচ্ছাসেবক যারা আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মের খাতিরে আগত অতিথিদের সেবা করছেন।

যেখানে অধিক সংখ্যায় লোক সমাগম হয় সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের লোকও থাকে। কেউ কেউ অনেক রাগী স্বভাবেরও হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তারা কর্মীদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে বসে অথবা কোন কিছুর জোরালো দাবি জানায় কিন্তু পুরুষ কর্মী হোক বা মহিলা কর্মী– তাদের কাজ হলো তারা যেন কারো সাথে শক্ত ব্যবহার না করেন। কঠোর ভাষায় কেউ কিছু বললে তাকে কঠোর ভাষায় উত্তর দিবেন না বরং হাসিমুখে উত্তর দিতে হবে। প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারলে করুন অন্যথায় নম্রভাবে, আন্তরিকতার সাথে অপারগতা প্রকাশ করুন অথবা আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নিয়ে যান, যিনি অতিথির সমস্যার সমাধান করবেন। কখনো কখনো এ কাজ বেশ দুরূহ হয়ে যায় কিন্তু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য একাজ করা উচিত। নিজের আবেগ ও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। একইভাবে কর্মীরাও পারস্পরিক কথাবার্তায় নম্রতা অবলম্বন করুন। সকল কর্মকর্তা এবং তত্ত্বাবধায়কও নিজের সহকারীদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলুন। কারো দ্বারা যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে যায় তাহলে স্নেহের সাথে বুঝান। কর্মকর্তাদেরও এই চেতনা থাকা উচিত যে, এসব স্বে চ্ছাসেবক আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর অতিথিদের সেবা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং বিশেষ কোনো বিভাগের কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও কেবল সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করছেন, কাজেই তাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে পরস্পরের সাথে মিলেমিশে কাজ করার সৌভাগ্য দিন। আর এই প্রেরণা তখনই সৃষ্টি হবে যখন কর্মকর্তাদের এবং সাহায্যকারীদের এই বুৎপত্তি লাভ হবে যে, কেবল আত্মত্যাগের স্পৃহা নিয়েই আমাদেরকে এই সেবা করা উচিত। মহানবী (সা.) অতিথিদের অন্যায় আচরণের বিপরীতেও সেবা এবং কুরবানীর কীরূপ মান প্রতিষ্ঠা করেছেন সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, একজন অমুসলমান অতিথি এসেছিল। তাকে খাবার–দাবারের মাধ্যমে যত্ন–আত্তি করা হয়েছিল, তাকে রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানা সরবরাহ করা হয়। রাতে অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তার পেট খারাপ হয়ে যায় কিংবা জেনেশুনে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন আচরণ করেছিল যে, সে নিজের বিছানা নোংরা করে অতি প্রত্যুষে চলে যায়। মহানবী (সা.) তার এই আচরণে মনোক্ষুন্ন হননি বরং পানি আনিয়ে নিজেই তা পরিস্কার করতে আরম্ভ করেন। সাহাবীরা বলেন, আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও যে, আমরা আপনার সেবক থাকতে আপনি কেন কষ্ট করছেন, আমাদেরকে ধুতে দিন। তিনি (সা.) বলেন, সে আমার অতিথি ছিল তাই আমিই এই কাজ করবো।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৯৫)

তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে সে তার অতিথিকে সম্মান করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, হাদীস–৬০১৮)

অতএব, আমাদের সকল স্বেচ্ছাসেবী, পুরুষ ও নারী কর্মী, কর্মকর্তা অথবা সাহায্যকারীর আবশ্যক দায়িত্ব হলো, যেসব অতিথি ধর্মের উদ্দেশ্যে এসেছেন (তারা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর অতিথি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুরবানী করে হলেও আমরা তাদের সেবা করব। সর্বদা উন্নত মন–মানসিকতারও পরিচয় দিন। সানন্দে, চেহারায় কোনো প্রকার অসন্তুষ্টির ছাপ প্রকাশ না করে সেবা করুন। এই প্রেরণা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কর্মীদের মাঝে রয়েছে, শত শত (কর্মীর) মাঝেই রয়েছে। আমি আশা রাখি, এই প্রেরণা নিয়েই সকল কর্মী কাজ করবে। বিভিন্ন বিভাগে যেসব কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে তারাও সর্বদা স্মরণ রাখবেন, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তারা সেবা করার সুযোগ লাভ করছেন। আপনারা কর্ম কর্তা সেজে নয় বরং সেবক হিসেবে নিজেদের সকল দায়িত্ব পালন করুন, নিজেদের উন্নত চরিত্র প্রতিষ্ঠা করুন তাহলে অধীনস্থ এবং সাহায্যকারীরাও উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিকও দান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিদের সাথে সদাচরণের বিষয়ে বহু স্থানে নসীহত করেছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বহু অতিথি আগমন করেছেন। তাদের মধ্য থেকে কতককে তোমরা চেন, কতক তোমাদের পরিচিত, কতক তোমাদের অপরিচিত। তাই সমীচীন হলো, সবাইকে সম্মানিত জ্ঞান করে আতিথেয়তা করা। অতএব এই নীতি সর্বদা প্রত্যেক কর্মীর আর বিশেষত সেসব কর্মীর, যাদের সরাসরি অতিথিদের

সম্মুখীন হতে হয়, দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। বিশেষভাবে অতিথি আপ্যায়ন ও খাদ্য পরিবেশন বিভাগ ইত্যাদিতে যারা দায়িত্বরত আছেন তারা এর ওপর ভালোভাবে আমল করুন।

এ বছর কোভিডের কারণে যেহেতু অনেক সাবধানতাও অবলম্বন করতে হবে তাই এমন ব্যবস্থাপনা হওয়া উচিত এবং আমার ধারণা, দপ্তরগুলো সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছে যে, খাবার খাওয়ার সময় বেশি মানুষ যেন একসাথে দীর্ঘ সময় বসে না থাকে, আর খাবার খেয়ে তারা যেন দ্রুত তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসে। অতিথিদেরও এবিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত এবং ব্যবস্থাপনার সহযোগিতা করা উচিত। খাবারের সময় তো বাধ্য, কিন্তু সাধারণভাবে যেমনটি আমি বলেছি, মাস্ক আবশ্যিকভাবে পরিধান করুন, আর খাদ্য গ্রহণের সময় যথাসম্ভব কম কথা বলুন। নীরবে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন এবং দ্রুত খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে যান। নিজেকেও কষ্টে নিপতিত করবেন না এবং ব্যবস্থাপনাকেও কষ্টে ফেলবেন না।

কর্মীদের উদ্দেশ্যে তো আমি কিছু মৌলিক কথা বলে দিলাম এবং তাদেরকে অতিথিসেবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণও করলাম।

এখন অতিথিরাও কিছু কথা শুনে নিন। অতিথিরা যদি এ বিষয়টি বুঝে যান এবং এর ওপর আমল করেন, যা ইসলামী শিক্ষা যে, অতিথিরা যেন মেজবানের ওপর অস্বাভাবিক বা অপ্রয়োজনীয় কোনো বোঝা না চাপায়, তাহলে ভালোবাসা ও প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকে। অতিথিরা যদি মেজবানের কাছে অসংগত প্রত্যাশা বা মাত্রাতিরিক্ত আশা করে তাহলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতএব অতিথিদের উচিত মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশা না করা। যদি এরূপ অবস্থা হয় তাহলে বাড়ির লোকেরাও স্বচ্ছন্দে থাকবে আর যাদের ওপর অতিথিদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রয়েছে তারাও স্বচ্ছন্দে থাকবে আর অতিথিরাও (স্বচ্ছন্দে থাকবে)। অতএব এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখুন। জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনেও যারা অবস্থান করছেন তারা সেসব কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন যে, তাদের আহমদী ভাই ও বোনেরা নিজেদেরউত্তম অবস্থান থাকা সত্ত্বেও নিজেদেরকে অতিথিদের সেবায় উপস্থাপন করেছেন। কখনো কখনো অতিথির পছন্দসই খাবার রান্না হয় না। যদিও জামা'তী এ ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রত্যেক আহমদী অবগত যে, জলসার দিনগুলোতে আমাদের এখানে সাধারণত আলু দিয়ে মাংস এবং ডাল রান্না হয়। কাজেই অতিথিরা যদি তাদের পছন্দসই খাবার না-ও পায় তবুও খুশি মনে খেয়ে নেওয়া উচিত।

মহানবী (সা.) বলেছেন, মেজবানের পক্ষ থেকে অতিথিকে যে খাবারই পরিবেশন করা হয় তা খুশি মনে খেয়ে নেওয়া উচিত।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০৪)

বিগত বছরগুলোতে যা হতো তা হলো, কেউ যদি লঙ্গরের খাবার না খেতো অথবা তার মন না চাইত তাহলে সে বাজারে গিয়ে, অর্থাৎ এখানে জলসার সীমানায় সাময়িকভাবে যে বাজারের ব্যবস্থা করা হয় সেখানে গিয়ে কিছু না কিছু খেয়ে নিত। কিন্তু এ বছর সেভাবে বাজারের সুবিধা নেই। তাই যাদের খাদ্যাভাস ভিন্ন তাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য খুশি মনে যা-ই পাওয়া যায় তা খেয়ে নেওয়া। তথাপি আমি যিয়াফত তথা আপ্যায়ন বিভাগকে বলব, তারাও যেন ভালো মানের খাবার রান্না করার সাধ্যমতো চেষ্টা করে। যদিও স্বল্পসংখ্যক লোকই এমন রুচির অধিকারী হয়ে থাকে, তথাপি এই স্বল্পসংখ্যক লোকই কখনো কখনো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে যায়। উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করা কেবল কর্মীদেরই দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সদস্যেরও দায়িত্ব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যেও বলেছেন যে, উত্তম নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করবে এবং একে অন্যের প্রতি যত্নশীল থাকবে।

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৪)

প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সর্বদা এ বিষয়টি যেন দৃষ্টিপটে রাখে যে, সে এই জলসায় নিজের ধর্মীয়, জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অংশগ্রহণ করছে। আর এবিষয়টি অর্জনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথাটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, এই জলসা শুধুমাত্র ঐশী সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত জলসা। তাই কখনোই ছোটোখাটো বিষয়ে কোন ধরনের অধৈর্য ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করা উচিত নয়। কর্মীরাও মানুষ, তাদের পক্ষ থেকে যদি কোন অন্যায় হয়ে যায় তাহলে তা উপেক্ষা করা উচিত। কেননা এটি নিজের নৈতিক চরিত্র সংশোধনের অনেক বড় একটি মাধ্যম। একথা ঠিক যে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে কোন পক্ষের কোন একটি বিষয় অন্যকে উত্তেজিত করার কারণ হয়। পরস্পরের মধ্যে, অর্থাৎ অতিথিদের পক্ষ থেকে বা কর্মীদের পক্ষ থেকে (এমনটি ঘটতে পারে)। কিন্তু উন্নত নৈতিক চরিত্র হলো মানুষ যেন তা উপেক্ষা করে সেই স্থান ত্যাগ করে চলে যায় এবং ঝগড়াবিবাদ না বাড়ায়। যুবকদের মধ্যে অনেক সময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়েছি তা এক মহান উদ্দেশ্য।

আমাদের আত্মিক তৃষ্ণা মেটানো হলো উদ্দেশ্য। আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা হলো উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দার প্রাপ্য প্রদানের পন্থা শেখা হলো উদ্দেশ্য। অতএব এজন্য কমপক্ষে নিজেদের আবেগ অনুভূতির কুরবানী করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়ার মাধ্যমেও সাহায্য চাইতে হবে। এরূপ স্পৃহা যখন সৃষ্টি হবে এবং মুখে যিকরে ইলাহী করার প্রতি মনোযোগ থাকবে আর যখন তওবা ও এস্তেগফার করার প্র তি দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে তখন কারো পক্ষ থেকে যদি কোন কষ্টও পাওয়া যায় তাহলে ক্ষমা ও মার্জনা করা হবে। অতএব এ দিনগুলোতে সর্বদা এই বিষয়টিও স্মরণ রাখুন যে, এখানে আমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে সফর করে এসেছি। সফরের দোয়া শেখাতে গিয়ে একস্থানে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা এই দোয়া করো যে, হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে এই সফরের কল্যাণ ও তাক্বওয়া যাচনা করি। তুমি আমাদেরকে এমন পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দান করো যা তুমি পছন্দ কর।

(সহী বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-৩২৭৫)

অতএব আমরা যখন এভাবে দোয়া করব তখন আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এখানে অবস্থান এবং সফরকেও কল্যাণারাজিতে পরিপূর্ণ করে দিবেন।অতএব এই দিনগুলোকে দোয়া ও যিকরে ইলাহীতে পরিপূর্ণ করতে সচেষ্ট হোন।

মহানবী (সা.) আমাদেরকে সকল উপলক্ষ্যের দোয়া শিখিয়েছেন। বহু লোক জলসার কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে এসেছে। রেখে আসা পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের চিন্তাও থাকবে। (তাদের জন্য) তিনি বলেন, এই দোয়া কর যে, হে আমাদের খোদা! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কাঠিন্য থেকে এবং অপছন্দনীয় ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী দৃশ্যাবলী দেখা থেকে, ধনসম্পদ ও পরিবারপরিজনের মধ্যে মন্দ পরিণাম সৃষ্টি হওয়া থেকে এবং অপছন্দনীয় পরিবর্তন থেকে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস-৩২৭৫)

খুবই পূর্ণাঙ্গীণ একটি দোয়া এটি। সফরে নিজেকেও সবদিক থেকে সুরক্ষিত রাখার দোয়া এবং পরিবারপরিজনের আল্লাহ্ তা'লার হেফাযতে থাকারও দোয়া এটি। এমন চিন্তাধারা ও এমন দোয়ার মাধ্যমে জিহ্বাকে সিক্ত করে প্রত্যেক নরনারী যখন এখানে পদচারণা করবে তখন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করা এবং হৃদয়ে প্রশান্তির উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মন্দ দৃশ্য দেখা থেকেও রক্ষা করবেন।

বর্তমানে কোভিড-এর কারণে উদ্বেগও রয়েছে। দোয়ার প্রতি অনেক বেশি মনোনিবেশ করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা এখানে (জলসায়) অংশগ্রহণকারীদের নিরাপদে রাখেন এবং যারা বাড়িঘরে অবস্থান করছেন তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রাখেন। কাজেই সাধারণ দোয়ার পাশাপাশি এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে দরূদ শরীফও পাঠ করুন।

অনুরূপভাবে নামাযের সময় নামায পড়তে আসুন, বাইরে বৃথা কথাবার্তায় সময় নষ্ট করবেন না। একইভাবে কর্মীরাও নামাযের সময়ে যাদের ডিউটি নেই তারা বা-জামা'ত নামায আদায়ের চেষ্টা করুন। অনুরূপভাবে সকল অংশগ্রহণকারী জলসার অনুষ্ঠান চলাকালীন জলসাগাহে বসে বক্তৃতা শুনার চেষ্টা করুন।

বক্তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে বক্তৃতা প্রস্তুত করেন, এর মাধ্যমে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। এজন্য কেবল এটিই দেখবেন না যে, কে ভালো বক্তৃতা করছে আর কে ভালো বক্তা। বরং এটি দেখুন যে, বক্তৃতার বিষয়বস্তু কী এবং এর উপকারিতাই বা কতটা। বক্তৃতাগুলো সাধারণত এমন সব বিষয়বস্তুর ওপর নির্ধারিত হয়ে থাকে যা সময়োপযোগী। এছাড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনা হলে এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যেগুলোর উদ্রেক হৃদয়ে হয়ে থাকে।

অতএব (জলসাগাহে) বসে গভীর মনোযোগের সাথে বক্তৃতাগুলো শুনুন। যেভাবে আমি বলেছি, এবার বাজার নেই। কিন্তু জলসার অনুষ্ঠানমালার বিরতির সময় যেসব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে তা যদিও এবার সীমিত পরিসরে করা হয়েছে সেখানে গিয়ে সেগুলো দেখুন এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হোন। ইনশাআল্লাহ্ পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে প্রদর্শনীও ব্যাপক পরিসরে আয়োজিত হবে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনাও পূর্বের ন্যায় চালু হবে। এবার আবহাওয়াও শুষ্ক, এ বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখতে হবে। বৃষ্টি হয় নি। তাই আমি আশা করছি বিগত বছরের ন্যায় গাড়ি পার্কিং-এর ক্ষেত্রে ততটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না, ইনশাআল্লাহ্।

গত বছর বৃষ্টির কারণে অনেক সমস্যা হয়েছিল। এছাড়াও এ বছর ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে, ট্র্যাক ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিসের ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধিকন্তু স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যাপক কাজ করা হয়েছে। গত মাসে যখন বৃষ্টি হয়েছিল তখন এর মাধ্যমে যেভাবে পানি নিষ্কাশিত হচ্ছিল তা থেকে মনে হয়, ভবিষ্যতেও এটি অনেক ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। যাহোক এ বছর এ দিনগুলোতে আবহাওয়া শুষ্ক থাকার পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু গাড়ি পার্কিং-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো অধিক গাড়ি আসার কারণে ব্যবস্থপনাকেও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু গাড়িতে আগত লোকদের সহযোগিতা থাকলে খুব সহজেই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। এজন্য গাড়িতে করে আসা লোকেরা ধৈর্য ও মনোবলের সাথে সড়ক ব্যবস্থাপনায় (নিয়োজিত কর্মীদের) সহায়তা করুন যাতে কোন ধরনের সমস্যা না হয়।

অনুরূপভাবে, যেমনটি আমি প্রতি বছর বলে থাকি, টয়লেট ও গোসলখানা ব্যবহারকারীরা এ বছর বিশেষভাবে পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং এবার বিশেষভাবে পানির অপচয় রোধ করুন। বৃষ্টিপাত কম হবার কারণে সরকারও পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পানি হিসাব করে ব্যবহার করুন। অনুরূপভাবে এখানে শুষ্ক ঘাসে খুব সহজেই আগুন লেগে যায়। এ ব্যাপারেও সাবধানতা অবলম্বন করুন। যে কোন ধরনের অসাবধানতা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এবং আমাদের বা প্রতিবেশীদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের সবার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। কোন ব্যাগ বা পড়ে থাকা সন্দেহজনক কোন বস্তু দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনাকে অবগত করুন। ব্যবস্থাপনা ও স্ক্যানিংকার্যে নিয়োজিত কর্মীরাও কার্ড চেক করার সময় মাস্ক খুলে প্রত্যেকের চেহারা দেখুন যে, কার্ডের সাথে চেহারার মিল আছে কিনা।

আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং স্বীয় বিশেষ কল্যাণ বর্ষন করতে থাকুন।

আমি পুনরায় বলছি, এ দিনগুলোতে যিকরে ইলাহী ও ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। জামাতের উন্নতি এবং শত্রুদের থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য বেশি বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র পথে বন্দিগণ, যারা কয়েদ ও বন্দিত্বের কষ্ট সহ্য করছেন, তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র তাদের মুক্তির উপকরণ সৃষ্টি করুন। জুমুআর নামাযেও এবংজুমুআর পরেও আর বাকি দিনগুলোতেও বিশেষভাবে দোয়ারত থাকুন।

পরিশেষে জলসার প্রেক্ষিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর দোয়ামূলক বাক্যাবলী উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন, "প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করবেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন এবং তাদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করুন আর তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।তাদের সব সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবস্থাকে তাদের অনুকূলে সহজ করে দিন আর তাদের দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীভূত করুন এবং তাদেরকে সকল প্রকার কষ্ট থেকে মুক্তি দিন। তাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন আর পরকালে নিজ বান্দাদের সাথে তাদেরকে পুনরুত্থিত করুন, যাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা সদা বিরাজমান। আর তাদের এই সফর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তিনি তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন। হে মহামর্যাদাবান ও মহাদাতা খোদা! পরম দয়ালু ও সমস্যা-নিরসনকারী (খোদা)! আমার এসব দোয়া কবুল করে নাও। আর আমাদের বিরোধীদের বিপক্ষে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাথে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর, কেননা সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের একমাত্র অধিকারী তুমিই। আমীন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী সকল নারী পুরুষকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। কিছু লোক জলসায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ থেকেও এসেছেন, কিন্তু এখানে এসে অসুস্থ হয়ে গেছেন বা কিছু লোক খুব উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তাদের সংকল্পের পুরস্কার দিন এবং তাদেরকেও এসব দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

## যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

**(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)**

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

## যুক্তরাজ্যের জলসায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের সারাংশ

হুযূর (আই.) বলেন, ২০১৯ ও ২০২১ সালের জলসায় আমি বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের অধিকার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা উপস্থাপন করেছিলাম। এরই ধারাবাহিকতায় আজও কিছু মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরবো।

আজ প্রথমে পুরুষ ও মহিলার পারস্পরিক অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরছি। এই দুই শ্রেণির পক্ষে জগতে অনেক বড় বড় কথা হয়। অনেক বড় বড় সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যারা সবাই এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই বাড়াবাড়ি করে থাকে। মহানবী (সা.) মহিলাদের অধিকার ঐ যুগে সংরক্ষণ করেছেন, যে যুগে তাদের কোনো অবস্থানই ছিল না।

মহানবী (সা.) মহিলাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ নিতেন। এই অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে। ইসলাম পুরুষ মহিলা উভয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। যারা এ বিষয়ে আজকাল কথা বলছে তাদের অতীতের ইতিহাস দেখুন। এ ক্ষেত্রে তারা কী করেছে? বেশি দূরে যেতে হবে না। সূরা আল আহযাবের ৩৬ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, এ আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়, পুরুষ ও মহিলার সমান অধিকার।

পুরুষকে কাওয়াম বা শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে মাত্র তার শারীরিক শক্তি ও তারসংসারের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।সমাজকে সুন্দর করার জন্য পুরুষ মহিলা উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক। তাহলেই সমাজ সুন্দর হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহিলাদের অধিকারের বিষয়ে বলেছেন, "অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের বাকী সব দোষত্রুটি ও বক্রতা সহ্য করা দরকার। আমাদের তো খুবই লজ্জা হয়, পুরুষ হয়ে মহিলাদের সাথে ঝগড়া করে কীভাবে। আমাদের আল্লাহ্ তা'লা পুরুষ বানিয়েছেন, আমাদেরকে নিয়ামত দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা হল, আমরা যেন মহিলাদের সাথে কোমল ও নরম ব্যবহার করি।"

ইসলাম তার প্রাথমিক যুগে, যে যুগে নারীদের কোনো অধিকারই ছিল না, সেই যুগে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, তারা একই আত্মা থেকে সৃষ্ট, যা তাদের সমতা ও সমান অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

ইসলামপূর্ব যে সমাজে নারীদের সিদ্ধান্ত প্রদান তো দূরে থাক, মত প্রকাশের স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না, সেই সমাজের সামনে মহানবী (সা.) নিজে তাঁর স্ত্রীদের ও অন্যান্য মু'মিন নারীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে এক নতুন ধারার সূচনা করেন।

নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা দেয়। ইতোপূর্বে আরব সমাজে বা কোনো ধর্মেই নারীদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল না।

এসব শিক্ষার বিদ্যমানতায় ইসলামের ওপর এই আপত্তি করা যে, ইসলাম নারীদের অধিকার দেয় না- এটি সুস্পষ্ট অন্যায় ছাড়া আর কী?

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ তা'লা নারী-পুরুষ উভয়কেই পরস্পরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে জোরালো নির্দেশ প্রদান করেছেন।

নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেছেন, পুণ্যকাজ করলে তিনি তাদের উভয়কেই সমভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা ও মহা-প্রতিদানে ভূষিত করবেন।

পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা মহানবী (সা.) তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন- তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে- যে তার পরিবার বা স্ত্রীর নিকট উত্তম।

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের আবশ্যক দায়িত্ব হল, নিজেরা ধার্মিক হবার জন্য স্ত্রীদেরকে যেন ধার্মিকতা শেখায়, নতুবা তারা পাপী বলে গণ্য হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ইউরোপ যেখানে নারীদের পর্দাহীনতাকে অশ্লীলতার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে, এর বিপরীতে কিছু মুসলমান এতটা কঠোরতা অবলম্বন করেছে যে, তাদেরকে ঘরে বন্দি করে রেখেছে। ইসলাম নারীদের ঘরে বন্দি করে রাখার শিক্ষাও দেয় নি।

এরপর সমাজের অধিকার-বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষাও হুযূর তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই দান সাহায্যপ্রার্থী ও যারা সাহায্য চাইতে লজ্জা পায়- উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

কুরআনে আল্লাহ্ সেসব মানুষকে আবশ্যকভাবে সাহায্য করতে বলেছেন যারা লজ্জার কারণে একেবারেই কারও কাছে সাহায্য চায় না; আর্থিক সাহায্য পাওয়া তাদের অধিকার।

মহানবী (সা.) বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হল সে, যে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে সাহায্য চাওয়া কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য করে না, বরং খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কিছু মানুষের স্বভাব হল, ভিক্ষুক এলেই চটে যায়, সাহায্য করার বদলে তাকে উপদেশ দিতে শুরু করে- জান না, ভিক্ষা করা ভাল না?

যদি কেউ শারীরিক সক্ষমতা সত্ত্বেও ভিক্ষা চায়, তবে আল্লাহ্‌র খাতিরে তাকে কিছু দান করে তারপর বোঝানো উচিত। হাদীসে ভিক্ষুক ঘোড়ায় চড়ে এলেও তাকে ভিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন ইসলামী শিক্ষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে যুগ-ইমামের মিশনকে সফল করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হতে পারি।

# ইসলামে গণতন্ত্রের অবধারণা

ইসলাম কি উদার গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? একটি রাজনৈতিক সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে শারিয়া আইনকে কি দেশীয় আইনে রূপায়িত করা যেতে পারে ? বিগত কয়েক বছর এই প্রশ্নগুলিই ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে । পশ্চিমা দেশ গুলিতে জনগণের মনে প্রশ্ন জাগে যে, মুসলমানরা কি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের বিষয়ে এবং বিবিধতাপূর্ণ সমাজে বসবাসের জন্য যোগ্য? এবং ইসলাম ধর্ম কি নিজ অনুসারীদের এমন এক সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অনুমতি দেয়, যেখানে সমস্ত ধর্মের সমস্ত মানুষ স্বাগত? সাম্প্রতিক "খিলাফতের স্বপ্ন" নামক একটি প্রবন্ধে, লেখক বর্ণনা করেছেন।"এই বিষয়টি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইসলামের এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা তাকে সম্পূর্ণ উদার গণতান্ত্রিক ধারার সাথে সমন্বয় সৃষ্টি করার কাজটিকে কঠিন করে তোলে।"

ভিন্ন বাক্যে প্রচুর সংখ্যক লোক বিশ্বাস করে যে, ইসলাম,অর্থাৎ মুসলমানরা ধর্মনিরপেক্ষীয় অধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও বিবিধতাকে সমর্থন করতে পারে না। প্রবন্ধটি প্রশ্ন তুলেছে, ইসলাম ও ইসলামী খিলাফত ধর্ম নিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্রের (রাষ্ট্র সমূহে) দ্বারা অনুশীলিত অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে কি ?

এটি একটি অভিযোগ, যার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। যেরূপ *উপড়হড়সরংঃ* উল্লেখ করেছে, ইসলামের নিন্দুকরা এমন এক অভিযোগ হেনেছে যে, মুসলিমদের খিলাফতকে পুনরুজ্জীবিত করার বাসনার মধ্যে নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিহিত আছে। তারা মনে করে খলীফা হল "ধর্মীয় সহ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কোন অধিষ্ঠান, যা সারা মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং যাকে তারা এক আদর্শ ও সুসংহত শাসন ব্যবস্থা রূপে বিবেচনা করে।

যদি প্রকৃত তত্ত্ব এটাই হয় তবে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেখানে কতৃত্ব জনগণের মধ্যে থেকেই ধর্মনিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হয়, সেটা সর্বদাই বড় জোর একটি আপোস বলে বিবেচিত হবে।

তাদের জন্য আরও একটি বিষয় হল, লিঙ্গ সমতা এবং শাস্তি দানের অনুপাতের বিষয়ে উদার চিন্তা ধারার সঙ্গে ইসলামিক অপরাধ দমন মূলক ও পারিবারিক আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া এবং তাদের এমন এক ধারণার জন্মনেয় যে, মুসলিমরা তাদের শরিয়া আইন অমুসলিমদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইবে।

এই ধারণার বশবর্তী অনেক প্রশ্ন পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে। প্রথমতঃ এই যে খিলাফতের গতি প্রকৃতি কিরূপ ? এটা কি রাজনৈতিক, না কি কেবলই আধ্যাত্মিক ? এবং ধর্ম নিরপেক্ষভাবে জনগণের দ্বারা শাসন ক্ষমতা প্রাপ্ত সরকারের বিষয়ে ইসলাম কি মতামত পোষণ করে ? পরিশেষে, ইসলামের অপরাধ দমন ও পারিবারিক আইন এবং উদার গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাম্যের ধারণা বাস্তবে কিভাবে সমান্তরালরূপে অবস্থান করতে পারে ?

এই প্রশ্নগুলি কুরান, হাদিস এবং সুন্নত কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বস্তুতঃপক্ষে খিলাফত কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি যথার্থই একটি আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা। আর ইসলাম কেবল বাধা প্রদানই করে না বরং এমন এক প্রশাসন যা জনগণের মধ্য থেকে ধর্মনিরপেক্ষীয়ভাবে উঠে আসে, তার সমর্থন করে। পরিশেষে, ইসলাম একজনের ধর্মীয় বিশ্বাসকে যা অন্যেরা গ্রহণ করতে চায় না জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে নিষেধ করেছে।

**খিলাফত রাজনৈতিক না আধ্যাত্মিক:-**

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সধ্যে একটি হল খিলাফতের প্রকৃত গতিপ্রকৃতি কিরূপ হবে। অনেক মুসলিম এবং সমরূপে অমুসলিমরাও খিলাফতকে কেবল একটি আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা হিসেবেই দেখেন না বরং এটিকে একটি রাজনৈতিক কর্মরূপে বিবেচনা করে। যাইহোক এটি খিলাফত সম্পর্কে একটি ভ্রান্তধারণা, যা ইসলামিক খিলাফতের প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও পরিচয়ের অপ্রতুলতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রশ্ন হল, খলীফা কে ? আরবী ভাষায় **'খলীফা'** শব্দের অর্থ স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি। ভিন্ন বাক্যে খলীফা হলেন খোদাতা'লা কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি, যিনি খোদার কোন নবীর মিশন (লক্ষ্য)-কে অব্যাহত রাখতে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে স্থলাভিষিক্ত হন।

সারা বিশ্বের অনেক মুসলিম সংগঠন গুলির নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টায় ইসলামিক খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করার বর্তমান পরীক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ঘটনা থেকে এটি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।

পরবর্তী প্রশ্ন হল এই মিশন কি ? এটা রাজনৈতিক ? না কি আধ্যাত্মিক ? আল্লাহর নবীগণ কোন দেশ বা ভূখন্ড ও অঞ্চলকে জয় করার উদ্দেশ্যে বা কোন সরকার গড়তে আগমন করেন না বরং তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহতা'লার উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করতে এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা বোধকে জাগ্রত করতে আবির্ভূত হন। পবিত্র কুরআন মজীদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে নবীর আগমনের উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করেছে।

**"(এ উদ্দেশ্যে) এভাবেই আমরা তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং তোমাদের পবিত্র করে, তোমাদের কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখায় এবং তোমরা যা জানতে না তা তোমাদের শেখায়।"**

( সূরা বাকরা, আয়াত-১৫২)

একজন নবীর এবং অনুরূপে তাদের খলিফাদের উদ্দেশ্য হল, খোদাতা'লার নিদর্শনাবলীকে বর্ণনা করা, মানুষকে পবিত্র করা ও তাদের সংস্কার করা, তাদেরকে ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম জ্ঞান তাদের মজ্জাগত করে দেওয়া। এইরূপে তাদের মাঝে নৈতিক চেতনাবোধ সৃষ্টি করা। এই সকল কর্ম সম্পাদন করতে খলীফার কোন প্রাদেশিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না, ঠিক যেরূপে লক্ষ কোটি ক্যাথলিকদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য পোপের কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। অপরপক্ষে, কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারে যে, এটা খলীফাকে রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে বাধা দেয় না- আর প্রশ্ন হল এই যে, খলীফার জন্য রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকা কি আবশ্যক ? কুরআন মজীদ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে এটা প্রতিভাত হয় যে, আবশ্যিক নয়। আর যাই হোক যীশু ও একজন নবী ছিলেন, কোনও রাজনৈতিক ক্ষমতা তার হাতে ছিলনা। প্রাথমিক যুগে মক্কায়, আঁ হযরত (সাঃ) যদিও মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন, তথাপি তিনি (সাঃ) রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করার কোনো চেষ্টা করেন নি। এছাড়াও, হযরত আলি (রাঃ) এর যুগেও রাজনৈতিক ক্ষমতা আমির মোয়াবিয়ার অধীনে ছিল, যদিও হযরত আলি (রাঃ) সমস্ত মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। এমন অনেক প্রমাণ আছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোদস্তুর খলীফার হাতে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই। তা সত্বেও, এবিষয়ে চিন্তার উদ্রেক হয় যে, যদিও খিলাফতের অধীনে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন নেই তথাপি স্বয়ং মুসলিমরাই এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে থাকে যে, একচেটিয়া ক্ষমতা খিলাফতের অধীনেই থাকা উচিৎ। ইসলামের বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট হবে যে, উদার গণতন্ত্র কেবল গ্রহণযোগ্যই নয়, বস্তুতঃ এটিকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

**ইসলাম, গণতন্ত্র ও উদার নীতি:-**

গণতন্ত্রঃ- প্রশাসন ও রাষ্ট্র শাসন কার্য সম্পর্কে ইসলামের

## যুগ খলীফার বাণী

**যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে।** (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"** *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

অভিমত কি ? প্রথমতঃ ইসলাম গণতন্ত্রের বৃহত্তর পরিসরকে সমর্থন করে– অর্থাৎ জনসাধারণ যে প্রদেশে বসবাস করে, তার পরিচালনার বিষয়ে তাদের মতামতের অধিকার থাকা উচিৎ।

**"নিজেদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।"**

(সূরা শূরা, আয়াত–৩৯)

এখানে একে অপরের সাথে পরামর্শ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর এটাই কি গণতন্ত্রের মূল কথা নয় ? বস্তুতঃ, ভোট গ্রহণ এই পরামর্শ গ্রহণের একটি রূপ। এছাড়াও কোনো প্রদেশের জন্য ইসলাম দুটি মুখ্য পথ নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। প্রথমত, ইসলাম জনগণকে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেয়।

**"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের আমানত সমূহ এর যোগ্য ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করার আদেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন শাসন কাজ পরিচালনা কর তোমরা মানুষের মাঝে ন্যায়–পরায়ণতার সাথে শাসন করবে। নিশ্চয় আল্লাহর উপদেশ কতই চমৎকার! আল্লাহ্ অবশ্যই সর্বশ্রোতা (ও) সর্ব দ্রষ্টা।"**

(সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯)

অতএব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত যে কোন নির্বাচন প্রক্রিয়া অবশ্যই বিশ্বাস , সততা ও ন্যায় পরায়নতার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিৎ। ভোটার হল একজন রক্ষক এবং সর্বশক্তিমান খোদার কাছে তাকে জবাব দিহি করতে হবে। অতএব ভোট তাদেরকেই দেওয়া উচিৎ যারা সবথেকে বেশি দায়িত্ববান ও সেই পদের জন্য যোগ্য। অতএব সে যেন এই বিশ্বাসের মর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন না করে। এছাড়া লক্ষনীয় বিষয় হল, উল্লেখিত অয়াতটি একথা বলে না যে, মুসলিমদের কেবল মুসলিমদের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিৎ। বরং মুসলিমদের উচিৎ তারা যেন ধমীয় মত পার্থক্যের উর্দ্ধে এমন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে যে সেই কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত।

এটাই যদি বাস্তব হয় , তবে সবথেকে সুস্পষ্ট প্রশ্নটি হল উদার ও অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা থেকে দোষ মুক্ত ইসলামিক গণতন্ত্রগগুলির সংখ্যা এত নগণ্য কেন? The Economist – এ প্রবন্ধটি বর্ণনা করেছে যে, Freedom House এর মত সংগঠনগুলি যারা বিশ্বব্যপি গণতন্ত্রগুলিকে নিরীক্ষণ করে,তাদের মতে, মাত্র তিনটিই এমন দেশ রয়েছে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ট এবং রাজনৈতিক উদারতা উপভোগ করে।

এই মুসলিম দেশগুলির যারা রাজনৈতিক উদারতা উপভোগ করে, আশ্চর্যজনকভাবেই ইন্দোনেশিয়াও তাদের একটি। আশ্চর্য জনক একারণেই যে এটা সেই দেশ যেখানে সম্প্রতি আহমদী জামাতের সদস্যদেরকে কেবল ধমীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, কারণ তাদের ধর্ম বিশ্বাস দৃশ্যতঃ ইসলামের মুলধারার ব্যাখ্যার সাথে সদৃশপূর্ণ নয়। যদি বিষয়টিকে নিরপেক্ষভাবে নেওয়া যায়, তবে এমন ঘটনা পূর্ণরূপে সক্রিয় একটি গণতন্ত্রের গুণাবলীর সঙ্গে ইসলামের সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে। ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম হওয়ার অনন্য গুণের অধিকারী এবং এটা সমাজের সর্বত্র বিন্যস্ত রয়েছে। যেহেতু বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকারের শাসন পদ্ধতি প্রয়োজন, এই কারণে পবিত্র কুরান মজীদ বিবিধ প্রকারের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে। জামাতের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রঃ) (১৯২৮–২০০৩) যেরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন।

"পবিত্র কুরআন অনুসারে জনগণের যে কোন শাসনব্যবস্থা যা তাদের কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রহণকরার স্বাধীনতা আছে। গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, গোষ্ঠী বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা স্বীকৃত, তবে শর্ত হল, তারা যেন সেগুলিকে সমাজের চিরাচরিত ঐতিহ্যরূপে গ্রহণ করে। তথাপি গণতন্ত্রকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পবিত্র কুরানে এ বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও তা অবিকল পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধাঁচে নয়।"

এখানে উল্লেখনীয় যে, সর্বোপরি জনগনের কতৃত্ব রয়েছে, শাসন ব্যবস্থা অনিবার্যরূপে গণতান্ত্রিক হওয়া আবশ্যক নয়,বরং জনসাধারণের সমর্থন ও অনুমোদন থাকা আবশ্যক। পবিত্র কুরান কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিন্দা করেনা। তথাপি গণতন্ত্রকে শাসন পদ্ধতির আদর্শরূপ হিসাবে অগ্রাধিকার অবশ্যই দেয়। তবে সমস্যাটি কোথায়? সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপাদান সমূহকে কাজে লাগানো দরকার, যেরূপ প্রবন্ধটি উল্লেখ করেছে, এগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। সেই দিক থেকে, মুসলিম গনতন্ত্রের সমস্যাটি বিভিন্ন দেশেরও সমস্যা যেখানে সাক্ষরতা ও সম্পদ বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আরও একটি সমস্যা বিষয়টিকে আরও জোরালো করে তুলছে। সেটা হল, মৌলভী ও মোল্লারা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য , ধমীয় কর্তৃত্বের উপর একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার চেষ্টা করছে। তাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য তখনই সফল হয় যখন নাগরিকরা নিরক্ষর থাকে এবং কুরান ও হাদিস সম্পকীয় জ্ঞানের গভীরতা থাকে না। মির্যা তাহির আহমদ (রহঃ) লিখেছেনঃ–

" জনসাধারণ বিভ্রান্ত । আপনি আল্লাহতা'লা ও তাঁর রসুলের আদেশকে প্রাধান্য দিবেন না কি জনসাধারণকে পরিচালনা করার এবং নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য তাদেরকে অধার্মিক ও ভয়হীন সমাজের হাতে ছেড়ে দিবেন?"

যেহেতু মুসলিম জনসাধারণ তাদের ধর্মকে ভালবাসে তাই তারা প্রশাসনের প্রতি সঠিক অবস্থান কি হওয়া দরকার এ বিষয়ে অনিশ্চয়তায় ভোগে। অপরদিকে মোল্লা ও মৌলভীরা এক্ষেত্রে কোন কাজেই আসতে পারে না।এর বিপরীতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে একটি 'আদর্শ' সূত্র আবিস্কার করেছেন।

## উদারনীতি

ইসলামিক শাসন তন্ত্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল এই যে, সরকার অবশ্যই যাবতীয় বিষয় নিখুঁত ন্যায়পরায়নতার নীতি দ্বারা পরিচালনা করবে। যখন এমন নীতি কোন সমাজ দ্বারা অনুসৃত হয়, কেবল তখনই আমরা বলতে পারি যে, এটা প্রকৃতভাবেই জনসাধারনের সরকার, জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সরকার ও জনসাধারণের নিমিত্তে সরকার "Government of the people, by the people, for the people"

ন্যায় পরায়ণতা ও সাম্যের নীতি যে কোন সমাজের অতি অপরিহার্য উপাদান এবং পবিত্র কুরান অসংখ্য স্থানে আমাদেরকে এই সকল মূল্যবোধকে যাবতীয় বিষয়ে রূপায়িত করায় কথা স্মরণ করায়।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, উপরোক্ত আয়াতে মুসলিমদেরকে কেবল মুসলমানদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে চলার শিক্ষা দেয় না, বরং সমস্ত লোকেদের মাঝে ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করার নির্দেশ দেয়। এইরূপে, সামাজিক বিবিধতা ও ধমীয় সহিষ্ণুতার মত গুণ গুলিকে কুরান তুলে ধরেছে। কিন্তু তারা ইসলামকে সন্দেহের চোখে দেখে তারা জিজ্ঞাসা করতে পারে, ন্যায় বিচারের নীতি কি? এই ইসলামী নীতি সর্বকালের জন্য? এতদাসত্বেও, এটাই প্রতিভাত হয় যে মানুষকে ন্যায় বিচার দেওয়ার অর্থই হবে জনসাধারনকে ইসলামী নীতি অনুসারে পরিচালিত করা।

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ

অর্থাৎ **"ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই।"**

(সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৭)

কাউকেই জোরপূর্বক তার অনিচ্ছা সত্বেও এমন ধমীয় অনুশাসন যার উপর তার বিশ্বাস নেই, মান্য করতে বাধ্য করা উচিৎ নয়। যদি আমরা এই আয়াতটিকে গুরুত্বসহকারে নিই, তবে বর্তমানে তথাকথিত মুসলিম দেশগুলিতে যে অবিচার ও প্রতারণা চলছে, তবে সমস্ত কিছুই বাতিল বলে গণ্য হয়। কারণ আইন প্রনয়ণ বা অন্য কোন উপায়ে অমুসলিমদেরকে ইসলামিক আইন মানতে বাধ্য করা অবিচার। যদি সমস্ত নাগরিকও মুসলমান থাকত তবুও এটা করা কঠিন হত। ইসলামের মধ্যে ৭৩ টি সম্প্রদায়, প্রত্যেকটিই একজন মুসলমানের পরিভাষা সহ নানান বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে। তবে কে নির্ধারণ করবে যে, কোন সম্প্রদায়টি সর্বসম্মতি ক্রমে প্রশ্নাতীত ভাবে সঠিক এবং অনুসরণ যোগ্য ?

## ইসলাম প্রশাসন থেকে ধর্মের পৃথকীকরণকে সমর্থন করে

পক্ষান্তরে, ইসলাম শত্রুর প্রতিও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার পরামর্শ দেয়। এবং হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আইঃ) খলিফাতুল মসীহ্ ৫ম, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়ার নেতা বিশ্বব্যাপি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, একটি ন্যায়পরায়ণ প্রশাসনের জন্য ধর্মীয়

বিষয়াদিকে প্রশাসনিক বিষয়াদির থেকে পৃথক রাখা এবং প্রত্যেক নাগরিককে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করা আবশ্যক। এই নীতি যথার্থ এবং ব্যতিক্রমহীন, এমনকি যারা তোমার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করে এবং যারা এই বিরোধীতার কারণে ক্রমাগত তোমাদের উপর নির্যাতন করেছে। পবিত্র কোরআন মজীদ বর্ণনা করে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

অর্থাৎ "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাক্ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।" একটি প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল নীতি এটিই যে, ধর্ম এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করবে না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভেদ যেন কোন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও কেউ কিভাবে এমন গুরুতর অভিযোগ হানতে পারে যে, ইসলামী শিক্ষা যথাযথ নয় ?

এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, যারা নিজেদেরকে ন্যায়পরায়ণ ও শিক্ষিতরূপে বিবেচনা করে তারা ইসলামী শিক্ষাকে একবার বুঝে নেওয়ার পরও সেটাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারে ।

মহানবী (সাঃ) বিষয়টিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের সামনে এক বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মদীনাতে আঁ হযরত (সাঃ) কে মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রশাসনিক নেতা হিসাবে গ্রহণ করে। মহানবী (সাঃ) এর নিকটে যখনই কেউ উপস্থিত হয়ে তাদের সমস্যা ও বিবাদসমূহ নিরসনের জন্য উপস্থাপন করত, যদিও তিনি (সাঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত শেষ ও পরিপূর্ণ ইসলামী বিধান নিয়ে নবীরূপে আবির্ভূত হন, তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমার সমস্যার নিদান তুমি ইহুদী আইনানুযায়ী চাও, না কি ইসলামী আইন অনুযায়ী কিম্বা গোষ্ঠী আইনানুযায়ী চাও? এর কারণ এটাই ছিল যে, তিনি (সাঃ) কেবল নবী-ই ছিলেন না, অধিকন্ত তিনি (সাঃ) প্রশাসনিক সর্বাধিকর্ত্তাও ছিলেন। এবং সমাজের সদস্য হিসাবে তাদের অধিকারকে মূল্য দিতেন। যদি বাস্তবে এমন ধরনের বোঝা চাপানো ইসলামে স্বীকৃত হত, যা মোল্লা ও ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ প্রবণরা (ইসলাম) অনুমোদিত বলে বিশ্বাস করে, তবে এটা নিশ্চয়ই মহানবী (সাঃ) এর সুন্নতের পরিপন্থী।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন :

"ইসলাম ধর্মীয় বা রাজনৈতিক তন্ত্রের বিপরীতে ধর্ম নিরপেক্ষ শাসন তন্ত্রের সমর্থন করে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার নির্যাসই হল এই যে, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে ন্যায় বিচারকে অনুশীলন করাতে হবে। প্রশাসনিক বিষয়ে এর প্রতিই কুরআন করীম আমাদের বিশেষরূপে আদেশ দেয়।

## ইসলামী আইন

অবশেষে, ইসলামী আইন নিয়ে আরও একটি উদ্বেগের বিষয় রয়েছে। প্রথম উদ্বেগ হল, কিভাবে ইসলামী আইন ও রীতি-রেওয়াজ উদার রাজ্যে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমন্বয় স্থাপন করবে? মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কুরআনে উল্লিখিত আইন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন মজীদ বর্ণনা করে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসুলভ অচরণের ও পরমাত্মীয়সুলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুষ্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। (সূরা নাহ্ল, আয়াত : ৯১)

তথাপি বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু নির্দেশ অসঙ্গত মনে হয়। আমরা যদি উত্তরাধিকার আইনের প্রতি দৃষ্টি দিই তবে দেখব যে, বোনরা ভাইদের অর্ধাংশ পায়। এতে মনে হয় যেন নারীদেরকে সমান অধিকার দেওয়া হল না। কিন্তু এই অসম উত্তিরাধিকার হল নারী ও পুরুষ উভয়ের দ্বারা সম্পাদিত ভিন্ন দায়িত্বাবলীর প্রতিফলন মাত্র। পুরুষরা তাদের পরিবারের অন্নসংস্থানের দায়িত্ব পালনের জন্য দায়বদ্ধ। এর বিপরীতে, নারীরা তাদের অংশের সম্পূর্ণটাই নিজের উপর ব্যয় করতে পারে। এবং অন্য কারোর জন্য ব্যয় করতে বাধ্য নয়। এই কারণে আবশ্যকীয়ভাবে পুরুষের অংশ তার পরিবারের মধ্যে বন্টিত হয়, অপরদিকে নারীর অংশটা সম্পূর্ণটাই অবন্টিত থাকে। এই কারণ গুলি বিবেচনা করে ইসলাম বিশ্বাস করে যে, এটা কেবলমাত্র উত্তরাধিকার বন্টন। ইসলাম জানে যে, অন্যেরা হয়তো দ্বিমত পোষণ করতে পারে এবং এই কারণেই এই আইনগুলি কেবল মুসলমানদের জন্য, অমুসলি দের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ভুল হবে। যেহেতু এটাও একটা অবিচার আর কুরআন মজীদ আমাদেরকে এই কাজ করা থেকে বাধা প্রদান করে। অনুরূপে, অপরাধ সংক্রান্ত আইনটির বিষয় রয়েছে। উদাহরণত ব্যভিচার ও চুরির শাস্তির বিষয়টিকে নেওয়া যাক। এগুলি সাধারণত আইনসম্মত বিষয় যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রশাসনের। সেই আইনগুলি কি ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী প্রণীত হওয়া আবশ্যক?

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) বলেছেন "কোন প্রদেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপে ধর্মকে মুখ্য আইন প্রণেতার ভূমিকা পালন করা আবশ্যক নয়।"

মানুষ এখানে ইবাদত করতে আসবে যারা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে প্রতিবেশীদের জন্য ভালবাসার উপহার দিবে আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার নমুনা। আহমদীদেরকে এই নমুনাই এখানে প্রদর্শন করতে হবে। এরা যদি নিজেদের দৃষ্টান্ত তুলে না ধরে তবে তারা আহমদী মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়। এই মসজিদ নির্মাণের পর আহমদীদের উপর পূর্বের থেকে বেশি দায়িত্ব বর্তাবে যেন তারা প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার বিষয়ে সচেতন থাকে কিম্বা তাদেরকে যেন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। এমনটি করা হলে তবেই তারা এই মসজিদের নাম 'আফিয়াত' কে স্বার্থক করে তুলবে। 'আফিয়াত' আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয়ে স্থান পায় তখন সে সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে একথাও বলেছেন যে, আমি বান্দাদেরকে আমার গুণাবলীকে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ধারণ করার আদেশ দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত'-এর গুণ আমাদের কাছে দাবি করে যে, সেই সব আহমদীরা যারা এখানে বসবাস করে, তারা যেন এই শহরের বাসিন্দা এবং বিশেষ করে প্রতিবেশীদেরকে যথাসাধ্য নিরাপত্তা প্রদান করে এবং কখনোই যেন তাদের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি না পৌঁছায়।

আমি আশা করি, আমরা যদি এই কাজ করতে সক্ষম হই তবে যাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় ও সংকোচ রয়েছে তা দূরীভূত হবে। যদিও বলা হচ্ছে যে, প্রতিবেশীরাও সহযোগিতা করেছে, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, এই শহরের মানুষ জামাতের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয় যেভাবে অন্যান্য শহরে জামাতের পরিচিতি আছে। তাই এই মসজিদটি নির্মাণের ফলে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।

লর্ড মেয়রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন, মসজিদ হল হিরের মত। আর এটি অবশ্যই একটি হিরের টুকরো। আহমদী মুসলমানরা যদি অপরকে এই হিরেটি চেনাতে সক্ষম হয় তবেই এটি লোকের চোখে পড়বে। যদি প্রতিবেশীর অধিকার না দেন, শহরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ান তবে লোকে বলবে যাকে আমরা হিরে মনে করেছিলাম সেটি নকল প্রমাণিত হল। অতএব এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার ফলে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আমি একদিকে অতিথিবর্গকে বলব যে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ইনশাল্লাহ্, আপনাদেরকে আহমদীদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের কষ্ট দেওয়া হবে না। বরং এই মসজিদটি শান্তি, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠবে। অপরদিকে আহমদীদেরকে বলব যে, কুরআনী শিক্ষার উপর পূর্বের তুলনায় বেশি মনোযোগ দিয়ে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীর অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এতটাই ব্যাপক যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এক সময় আমি ধারণা করতাম, প্রতিবেশীকেও হয়তো উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসলামে প্রতিবেশীর এতই গুরুত্ব। অতএব যখন এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন আমরা কিভাবে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে পারি। ইনশাল্লাহ্ আমরা প্রতিবেশীদের দুঃখ -কষ্ট লাঘব করব এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভীতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা করো না যে, এরাও অন্যান্য মুসলমানদের মত না হয়, কেননা মুসলমানরা আজকাল দুনার্মের শিকার।

একজন বক্তা অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন- বেলজিয়ামের জুলুম-অত্যাচার, খুনাখুনি, স্টকহোমের হামলা, লন্ডনের হামলা। কিছু মুসলমান নিজেদের দেশেও এই সব কাজ করছে। মুসলমান অপর এক মুসলমানকে হত্যা করছে। তাই মুসলমানরা কেবল অ-মুসলিমদেরকেই হত্যা করতে চায় না বরং ইসলামের নামে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তারা যাকে সামনে পায়, যে কেউ তাদের বিরোধীতা করে তাকেই তারা হত্যা করে। এই কারণে অসংখ্য মুসলমান মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে।

অতএব আজকের বিশ্বের প্রয়োজন কেবল প্রেম-ভালাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের। সেই মন্ত্র দরকার যা আমরা উচ্চারণ করি, অর্থাৎ 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর পরে।' এই বাণীটি যদি আমরা হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হই তবে একজন মুসলমান অপর মুসলমানেরও অধিকার প্রদান করবে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও অধিকার প্রদান করবে। এবং মৌলিক বিষয় সেটিই যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন- আমার আগমণের উদ্দেশ্য

এরপর শেষের পাতায়....

# হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর , ২০১৩

**বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর বিশেষ অধিবেশন।**

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর তিলাওয়াত কৃত আয়াতগুলির উর্দু অনুবাদ উপস্থাপিত হয়।

এরপর ডক্টর ওয়েস বাজওয়া সাহেব মেডিক্যাল গবেষণাপত্র নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেন। তাঁর গবেষণা পত্রের বিষয়বস্তু ছিল "Establishing a Method of Sodium Imaging after Blood-Brain Barrier Disruption".

তিনি বলেন–মানবদেহে হাইড্রোজেন আয়নের পর সোডিয়াম আয়নের মাত্রা সব চেয়ে বেশি। এটি প্রতিটি কোষের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে মস্তিষ্কে নিউরোন কোষের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরে এর মাত্রার হেরফেরের কারণে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

এই গবেষণায় আমরা ইঁদুরের মস্তিষ্কে সোডিয়াম বিভাজন লক্ষ্য প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা যে কেমিক্যাল শিফ্ট ইমেজিং বা সি.এস.আই পদ্ধতি ব্যবহার করেছি সেটিকে এক্স–নিউক্লিয়াস বলা হয় যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত এম.আর.আই. অর্থাৎ ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং থেকে ভিন্ন যেখানে মূলত প্রোটনের শিফট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সমস্যা হল সি.এস.আই পদ্ধতিতে সোডিয়ামের মাত্রায় কোষের বাইরে এবং অভ্যন্তরের সোডিয়াম আয়নে তারতম্য করা হয় না আর এতে সোডিয়ামের সার্বিক মাত্রা জানা যায়। অথচ আমরা কেবল কোষের বাইরে থাকা সোডিয়ামের মাত্রা জানতে চাই। কোষের বাহ্য ও অভ্যন্তরে থাকা সোডিয়ামের মাঝে পার্থক্য করতে আমরা একটি কেমিক্যাল শিফট এজেন্ট ব্যবহার করেছি যাকে টি.এম.ডি.ও.টি.পি বলা হয় যার বিশেষত্ব হল এটি কোষের বাইরে থাকা সোডিয়ামের সঙ্গে মিশে যায় আর এভাবে তাদের আকর্ষণ ক্ষমতার তারতম্য ঘটে যাকে রঙীন চিত্র হিসেবে প্রতিবিম্বিত করা যায়। আর ক্রমাগত কেমিক্যালের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটিয়ে যথারীতি সোডিয়ামের শিফট্ প্রত্যক্ষ করা যায়। সোডিয়াম সমগ্র দেহে এই কেমিক্যালের সঙ্গে মিশে কোষের বাইরে ও ভিতরে প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কে একটি বাধা রয়েছে যার কারণে এই কেমিক্যাল মস্তিষ্ক কোষের বাইরের স্থানে থাকা ধমনি থেকে বের হতে পারে না। এই বাধা কোষগুলিকে পরস্পর জুড়ে থাকতে সাহায্য করে যা মস্তিষ্কের ধমনীতে পাওয়া যায় যার কারণে এই কেমিক্যাল বাইরে নিঃসৃত হয় না। মস্তিষ্ক ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশে এই বাধা থাকে না।

আমরা সোডিয়ামের উচ্চমাত্রার দ্রবণকে মস্তিষ্কের প্রধান ধমনির মধ্য দিয়ে সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়েছি। গবেষণার জন্য আমরা ইঁদুর ব্যবহার করে সূক্ষ্মভাবে এই দ্রবণকে সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়েছি যাতে দেহের অন্যান্য অংশে যাওয়ার কারণে এর মাত্রাহ্রাস না পায়। এর আগে আমরা এই একই গবেষণা করেছিলাম অপেক্ষাকৃত সস্তা সোডিয়াম ফ্লোরোসিন–এর দ্রবণ ব্যবহার করে।

এই বিশ্লেষণের পর আমরা গবেষণার প্রাণীটিকে ব্রেন স্ক্যানারে স্থানন্তরিত করি এবং কেমিক্যাল শিফট ইমেজিং–এর চিত্র ধারণ করি। যে জন্তুর মধ্যে গবেষণার পূর্বে অধিক মাত্রায় দ্রবণ প্রবেশ করানো হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট কেমিক্যাল শিফ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। অপরদিকে যে প্রাণীগুলির দেহে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় দ্রবণ প্রবেশ করানো হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল সি.এস.এ কেমিক্যাল শিফট এজেন্টের মাধ্যমে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে পোঁছনো সম্ভব। আর আমরা এই গবেষণায় সফল হয়েছি। এই কেমিক্যাল শিফট্ এজেন্টের কারণে স্পষ্টভাবে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঘটে চলা পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। তবু টি.এম.ডি.ও.পি.টি নামে যে কেমিক্যালটি ইঁদুরের জন্য প্রয়োগ করেছিলাম, যেহেতু মানবদেহে তার কুপ্রভাব পড়তে পারে,তাই মানবদেহে ব্যবহারযোগ্য কেমিক্যাল এজেন্টের জন্য এখনও অপেক্ষা করতে হবে।

* এরপর বিলাল আসলাম সাহেব পৃথিবীর বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান 'সার্ন' এবং জার্মানীর ২৫ জন খুদ্দামদের উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে বলেন– জার্মানীর শিক্ষা বিভাগ সব সময় চেয়েছে ছাত্রদের সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান দান করতে। এই বিষয়ে ২০০৯ সালে ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবের বিষয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে সারা পৃথিবীর খ্যাতনামা বিজ্ঞানীগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে ২০১০ সালে 'সার্ন'এর বিষয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হয়েছিল যেখানে সার্নে কর্মরত একজন বিজ্ঞানীও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর ২০১১ সালে ২৫জন খুদ্দাম সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত সার্ন পরিদর্শন করে।

২০১৩ সালে সার্নে যে কণার আবিষ্কার হয় সে সম্পর্কে বিশ্বের প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জড় হয়েছিলেন আর তাঁরা আমাদের ছাত্রদের সামনে ভাষণ প্রদান করেন। সার্ন হল বিশ্বের বৃহত্তম বিজ্ঞান–প্রতিষ্ঠান যেখানে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য নিয়ে গবেষণা চলছে। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গবেষণাগারটি গড়ে তুলতে কুড়িটিরও বেশি দেশের অবদান রয়েছে। এখন প্রায় দশ হাজার বিজ্ঞানী এখানে কাজ করেন। এখানকার তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল পরমাণুর মধ্যেকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলির মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ ঘটিয়ে নতুন কণার উৎপত্তি ঘটানো। এই কাজের জন্য সেখনে পৃথিবীর সব থেকে বেশি শক্তিশালী মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। যার নাম এল.এইচ.এ (লার্জ হাডরম এক্সেলেটর'। এটি কণাকে আলোর গতিতে বহন করে সংঘর্ষ ঘটায়। এই পদ্ধতিতে শক্তি থেকে কণা উৎপন্ন হয় যা অধ্যয়ন করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে অনুমান করার চেষ্টা করা হয়। কিছু শক্তি রয়েছে যা সমস্ত কিছুকে পরস্পর বেঁধে রাখে।যেমন– Weak force, Electromagnetic force, gravity, strong force.

ডক্টর আব্দুসসালাম পরমাণুর অভ্যন্তর স্থিত Weak force- কে তড়িৎ চৌম্বকীয় শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে এক নতুন শক্তি আবিষ্কার করেছেন। কেননা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্তে সমস্ত শক্তি এক ছিল। তাই এখানে অনুসন্ধান করা হয় যে সেই শক্তিটি কোন শক্তি ছিল?

২০১৩ সালে যে হিগ কণা আবিষ্কৃত হয়েছিল তার সম্পর্কও ছিল ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবের সূত্রের সঙ্গে । এই সূত্র অনুসারে প্রতিটি কণাকে একটি ক্ষেত্র ভর দান করে যার নাম হল হিগস ফিল্ড। ২০১৩ সালে এই কণাটি (হিগস) নজরে আসে সার্নের এই গবেষণাগারেই। এভাবে একটি সূত্র প্রমাণিত হয় আর মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটে।

কুরআন করীমের প্রায় এক–অষ্টমাংশ জ্ঞান বৃদ্ধি এবং আল্লাহ্ তা'লার কুদরত সম্পর্কে প্রণিধান করার আদেশ দেয়। তাই এই শিক্ষা শিরোধার্য করলে আর পালন করলে আমরা খোদা সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে প্রণিধান করতে পারব আর একথা প্রমাণ করতে পারব যে, প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ্॥ যেমনটি ডক্টর আব্দুস সালাম সাহেবও কুরআন করীম থেকে জ্ঞান আরোহন করে নিজের থিয়োরি উপস্থাপনা করেন।

ছাত্রদের সঙ্গে হুযুরের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান।

একজন ছাত্র প্রেজেন্টেশনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে যে, পৃথিবীতে যেখানে অর্ধেকের বেশি মানুষের দুবেলা খাবার জোটে না, সেখানে এত বিপুল সম্পদকে বিজ্ঞানের প্রাথমিক গবেষণার কাজে ব্যয় করা কিভাবে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি যে বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছি, আকাশ ও পৃথিবীর গতিপথ ও নিয়ম তৈরী করেছি সে বিষয়ে ভেবে দেখ। আর যারা অনাহারে মারা যাচ্ছে তারা এজন্য মারা যাচ্ছে না যে এই গবেষণার জন্য অর্থ ব্যয় হ গরীব বলছেন, সেই সব দেশ যদি সততার সাথে কাজ করে তবে তাদের নিজেদের খাদ্যটুকু উৎপাদন করার ক্ষমতা অবশ্যই আছে। পাকিস্তান একটি দারিদ্র পীড়িত দেশ,যেখান থেকে আপনারা এসেছেন, কিন্তু সে দেশে এমন বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে যে, সেখানকার নেতারা যদি সৎ হয়, সুইস ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে না রাখে, তবে সেই দেশ দরিদ্রদেরও খাওয়াতে পারবে, এমনকি আরও চারটি দারিদ্রপীড়িত দেশকেও খাওয়াতে পারবে।

এই দারিদ্রের কারণ বিজ্ঞানের গবেষণা নয়। বরং যে সব বড় বড় নেতা ও রাজনীতিকদের হাতে দেশের ক্ষমতা রয়েছে, তারা উপযুক্ত পরিকল্পনা না করে কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যস্ত আছে। তারা কেবল তাদেরকেই পাত্তা দেয় যাদের সঙ্গে এদের স্বার্থ জড়িত। যাদের সঙ্গে স্বার্থ জড়িত নেই,তাদের এরা খোঁজ রাখে না। যথাযথ পরিকল্পনা গৃহীত হলে পৃথিবীর কেউই অভুক্ত থাকবে না। আজও পৃথিবীতে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভূ–খণ্ড অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার মতে, সেগুলিকে কাজে লাগালে, আমি প্রমাণ করতে করতে পারি, পাকিস্তানের কাছে এত সম্পদ রয়েছে যে সৎভাবে কাজ করলে নিজেদের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার পরও আরও চারটি দেশের খাদ্য সংস্থান করতে পারবে। তাই আপনাদের কাজ হল নিজেরাও সৎ হন আর তবলীগ করে ইসলামের বাণী পোঁছে দিন।

তাশাহহুদ, তাঊয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,আমরা এই জলসাতে কেন উপস্থিত হয়েছি তা সবারই জানা অর্থাৎ নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা, তথ্য সমৃদ্ধ করা, নিজেদের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করা, তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করা, পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্পর্কের উন্নয়ন, আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দার অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া, ইসলাম প্রচার এবং তবলীগের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা আর এরপর ব্যবহারিকভাবে সেটিকে বাস্তবায়িত করা। এগুলো হল সেসব উদ্দেশ্য যা অর্জন করার জন্য জলসার আয়োজন করা হয় এবং এজন্যই আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি।

এই জলসার জাগতিক কোন উদ্দেশ্য নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, এযুগে আমরা 'যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি'-এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে পাচ্ছি। জলেস্থলে অর্থাৎ যেদিকেই তাকাও সেদিকে নৈরাজ্য দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ এখন আধ্যাত্মিক পানি চাচ্ছে। অর্থাৎ যে যুগে আল বাররর (জঙ্গাল) অর্থাৎ পশ্চিমা জাগতিক অংশ এবং আল বাহর অর্থাৎ আহলে কিতাব ধর্মীয় দল সবাই বিপথগামী হয়ে যাওয়ার কথা সেই যুগে আমরা নিজেদের সংশোধনের ওয়াদা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি। এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, তিনি যে নূর নিয়ে এসেছেন, এতে নিজেদের নূরান্বিত করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, যদি নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত না হয় তবে বাহ্যিক বয়আতে কোন লাভ নেই। বয়আতের মূল বিষয় হল তওবা। যার অর্থ হল প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ সমস্ত মন্দকে ত্যাগ করে পুণ্যের দিকে ধাবিত হওয়া। এমন তওবা যারা করে আল্লাহ্ তাদের পুরস্কৃত করেন। তাদের বয়আত স্বার্থক হবে।

আমরা যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত করেছি আমাদেরকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাকওয়া বর্জিত কোন কাজকে পছন্দ করেন না। তিনি (আ.) বলেন, এজন্য আমাদের জামা'তের সদস্যদের তাকওয়ার বিশেষ মান সৃষ্টি করা উচিত।

বদরের যুদ্ধের ঘটনা। মহানবী (সা.) কান্নাকাটি করে দোয়া করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করলেন, যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সব ধরনের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া আছে তখন এমন আহাজারি করে কান্নাকাটির কী দরকার! মহানবী (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লা এক অমুখাপেক্ষী সত্তা। আমি জানি না কোনো শর্ত প্রচ্ছন্ন আছে কিনা। যখন মহানবী (সা.)-এর এই অবস্থা, তখন আমরা কে?

এজন্য আমাদেরকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। অন্যদেরকে হেয় কিংবা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে কখনও দেখা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম।অর্থাৎ তোমাদের মাঝে কেউ জাগতিক বিচারে আল্লাহ্‌র কাছে সম্মানিত হয় না। বরং আল্লাহ্‌র নিকট সে-ই সম্মানিত যে তাকওয়াশীল।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের দেখুন। মহানবী (সা.) যেভাবে বলতেন তাঁরা সেভাবে চলার চেষ্টা করতেন।

তোমরাও যদি নিজের কথা ও কাজ সাহাবীদের মত বানিয়ে নাও, তাঁদের মত কাজ সম্পাদন কর তাহলে তোমরাও পুরস্কারে ভূষিত হবে।প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য কথা ও কাজ এক হওয়া আবশ্যক। কথা ও কাজে মিল থাকলেই আমরা ইসলামের প্রকৃত সেবা করতে পারবো। আর এজন্য নিজের অভ্যন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,"যে ব্যক্তি নিজ প্রতিবেশীকে নিজের চারিত্রিক এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে- আগে সে কেমন ছিল আর এখন তার মাঝে কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তবে এটি একপ্রকার মো'জেযা বলে পরিগণিত হবে। প্রতিবেশীর উপর এর গভীর প্রভাব পড়ে।"

তিনি (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা কারও কোনো পরোয়া করেন না। পরোয়া শুধুমাত্র মু'মিন মুত্তাকীদেরই করে থাকেন। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি কর। পঙ্কিলতা ও মতভেদ পরিত্যাগ কর। প্রত্যেক প্রকার প্রহসন ও পরিহাস থেকে বিরত থাক। কেননা হাসি-ঠাট্টা মানুষকে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। একে অন্যের সাথে সম্মানের ব্যবহার কর। প্রত্যেকে নিজের আরাম আয়েশের ওপর নিজের ভাইকে প্রাধান্য দাও। আল্লাহ্‌র সাথে এক সত্যিকার সন্ধি স্থাপন কর, আর তাঁর আনুগত্যে বিলীন হয়ে যাও।"

তিনি (আ.) আরও বলেন, "তোমরা যদি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না কর, আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এক অকৃত্রিম সম্পর্ক গড়ে না তোল, তাহলে জেনে রেখ! আল্লাহ্ কাউকে কোন পরোয়া করেন না। হাজার হাজার ভেড়া ছাগল প্রতিদিন জবাই হয়, কেউ তাদের প্রতি কোনো রহম করে না। কিন্তু একজন মানুষ মারা গেলে কতটা না প্রভাব পড়ে। তাই তোমরা যদি নিজেদেরকে পশুর মত বানাও, তাহলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে। তাই তোমরা খোদার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। কোন মহামারী ও বিপদ তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না কেননা উর্ধ্বলোক থেকে কোনো কিছু আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া পৃথিবীতে কার্যকর হতে পারে না।"

**লাজনাদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বক্তৃতা০৬ আগস্ট, ২০২২**

তাশাহহুদ, তাঊয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,আজ আমি আপনাদের সামনে কিছু মুসলিম মহিলার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থা, ইসলামের জন্য তাদের আত্মাভিমান, ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দান ও সন্তানদের তরবিয়তের দায়িত্ব পালনের ঘটনা বর্ণনা করবো।এই ঘটনাগুলোর কিছু মহানবী (সা.) এর মহিলা সাহাবীর, কিছু হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মহিলা সাহাবীদের এবং কিছু ঘটনা বর্তমান যুগের আহমদী মহিলাদের।ইসলামের ওপর আপত্তি করা হয় ইসলাম মহিলাদের কোন সম্মান দেয় নি। ইসলামের ইতিহাসে মহিলাদের ইবাদতের মানদণ্ড আজ পর্যন্ত জীবিত রয়েছে। আর এর ওপর যে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে এটাই এর প্রমাণ যে, ইসলাম মহিলাদের কি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

জগতের ইতিহাসে মহিলাদের হাতেগোণা দু' একটি ঘটনারই উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মহিলাদের পুণ্য, তাকওয়া এবং আত্মত্যাগের অগণিত ঘটনা পাওয়া যায়।

মহিলা সাহাবীদের ইবাদত ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের বিষয়:

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) তার মা উম্মে ফযল (রা.) সম্পর্কে বলেন, আমার মায়ের রোযার প্রতি এতো ভালবাসা ছিল, তিনি প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতেন।হযরত উম্মুল মু'মিনীন জয়নাব বিনতে জাহশ (রা.)-এর বিষয়ে মহানবী (সা.) নিজে বলেছেন, তিনি আল্লাহ্ ও ঐশী প্রেমে অনেক অগ্রসর।

**জান, মাল ও সন্তানদের কুরবানী করার দৃষ্টান্ত:**

হযরত আম্মার (রা.)-এর মা সুমাইয়্যাকে আবু জাহল বর্শা দ্বারা রানে আঘাত করে, আর এত জোরে করে এটা এদিক থেকে সেদিকে বেরিয়ে যায়। তিনি সেখানেই শহীদ হয়ে যান।হযরত উম্মে শারিক (রা.) এর আত্মীয়েরা তার প্রতি অবর্ণনীয় নির্যাতন করে। তিনি হুশ ও অনুভতি হারিয়ে ফেলতেন, তাকে যখন ঐ অবস্থায় আকাশের দিকে ইশারা করে একত্ববাদ ছাড়ার কথা বলা হতো তিনি উত্তরে এটাই বলতেন, 'আমি একত্ববাদেই প্রতিষ্ঠিত আছি।

যেদিন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-কে শহীদ করা হয় সেদিন তার মা হযরত আসমা (রা.) বলেন, হে আমার পুত্র! নিহিত হওয়ার ভয়ে এমন পথ অবলম্বন করো না, যা লাঞ্ছনার। সম্মানের সাথে তরবারির নিচে মাথা পেতে দেওয়া অসম্মানের জীবনের চেয়ে শ্রেয়।

হযরত সাদ বিন মাআয (রা.)-এর মা এক বৃদ্ধ মহিলা। তার দৃষ্টি দুর্বল ছিল। তার এক ছেলে উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি যখন মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন মহানবী (সা.) তাকে সমবেদনা প্রকাশ করেন। তখন তিনি উত্তরে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! যখন আমি আপনাকে দেখেছি, তখন আমি আমার সমস্ত দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট খেয়ে ফেলেছি।হযরত জুনাইয়রা (রা.) ছিলেন একজন ক্রীতদাসী। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কাফেররা বিশেষ করে আবু জাহল তাঁকে অপমান অপদস্ত করতো। এক পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। তখন কাফেররা বলতে শুরু করে এটা লাত ও উজ্জার পক্ষ থেকে শাস্তি। এতে জুনাইয়রা (রা.) উত্তর দিলেন,

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"**

**(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)**

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)


## নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

**টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131**

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 8 Sep, 2022 Issue No. 36

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

লাত ও উজ্জা তো এটাও জানে না, কে তার ইবাদত করে, আর কি করে। পরের দিন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

মুসলমান মহিলাদের বীরত্ব ও সন্তানদের তরবিয়ত:

কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ আমরা শত্রুদের পরাজিত না করবো ততক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবো না। তখন এক মহিলা হযরত খানসা নিজের ৪ সন্তানকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসেন। আর তাদের নসিহত করেন, তোমাদের পিতা আমাদের জন্য কোন সম্পদ রেখে যান নি, কিন্তু আমি আমার সারাটা জীবন পুণ্যের মাঝে অতিবাহিত করেছি। এই যুদ্ধে মুসলমান আর কাফেরদের মাঝে মোকাবেলা হবে। তোমরা যদি বিজয় ছাড়া ফেরৎ আস তাহলে আমি খোদা তা'লাকে বলবো, আমি এদের ওপর আমার অধিকার ছাড়বো না।

পরে সন্তানদের ভালবাসার আতিশয্যে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন, তার সন্তানরা যেন জীবিত থাকে। আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করেন। মুসলমানরা শুধু বিজয় লাভ করে নি, বরং তার চার সন্তানও জীবিত ফেরৎ আসে। হযরত আম্মারা (রা.) তার সন্তান খুবায়েব (রা.)-কে এমনভাবে তরবিয়ত দিয়েছিলেন যার দৃষ্টান্ত হল, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুসায়লামা কাযযাব-এর বাহিনীর কাছে বন্দি হয়ে যান। তিনি মহানবী (সা.)-এর রসূল হওয়ার সাক্ষ্য দেন। আর মুসায়লামার রসূল হওয়ার বিষয়ে কোন মন্তব্য দেন নি। এতে মুসায়লামা এক এক করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে। কিন্তু তিনি শরীরের সমস্ত অঙ্গ বিসর্জন দেন। তবুও ঈমানকে নষ্ট করেন নি। এভাবে হযরত উম্মে আম্মারা (রা.) তাঁর সন্তানকে তরবিয়ত করেছিলেন।

আর্থিক কুরবানী:

হযরত উরওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-কে আমি ৭০ হাজার দিরহাম মানুষের মাঝে বিলি করতে দেখেছি।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সাহাবাদের পক্ষ থেকে হাজার হাজার দিরহাম তার কাছে আসতো। আর তিনি তা সন্ধ্যার আগেই অভাবী ও মিসকিনদের মাঝে বিলি করে দিতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগের মহিলাদের পুণ্য, তাকওয়া ও কুরবানীর ঘটনা:

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, হযরত আম্মাজান নুসরাত জাহাঁ সাহেবা সর্বদা দোয়ায় রত থাকতেন। রমজানে এবং মুহাররমে সদকা খয়রাত করতেন, বছরের সূচনা সদকা খয়রাত দিয়ে করতেন। জামা'তের সব আর্থিক তাহরীকে শামিল থাকতেন। হযরত আম্মাজান সৈয়দা নুসরাত জাহাঁ (রা.) সমগ্র জামা'তকে নিজের সন্তান জ্ঞান করতেন ও সর্বদা তাদের জন্য সেভাবেই দোয়া করতেন যেভাবে আপন সন্তানদের জন্য করতেন।

চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের মায়ের বয়আতে তার পিতা কিছুটা অসন্তুষ্ট হন। তার অনুমতি নেওয়া হয় নি বা অপেক্ষা করা হয় নি। উত্তরে তিনি বলেন, এটি ঈমানের বিষয়। এতে আমি আপনার ভয়ের কোনো পরোয়া করি নি।একইভাবে মেহেরুন্নেসা সাহেবা ঘটনা। তিনি স্বপ্নে দেখে ১৯০০ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত করে নেন। পিতা তাকে অনেক চাপে রাখেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শ দেখে বাকি খান্দানের সদস্যরা আহমদী হয়ে যান।আরেক মহিলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, মাগরিবের নামাযের সময় পরিবারের লোকেরা খাবার চায়। মাগরিব নামায কীভাবে পড়বো। তিনি বলেন, মাগরিবের আগে খাবার রান্না করে নাও। সময় মতো নামায পড়া আবশ্যক। তিনি সারাজীবন এর ওপর আমল করেন।

হযরত উম্মে তাহের সাহেবার ঘটনা। হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, তিনি একবার উম্মে তাহের সাহেবাকে একটি হাদীস শুনান। যাতে এক সাহাবী রসূল (সা.)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি (সা.) বলেন, কিয়ামতের তোমার প্রস্তুতি কী। তিনি (রা.) বলেন, আমার তো প্রস্তুতির বিষয়টি জানা নেই। তবে হৃদয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রকৃত ভালবাসা রাখি। এতে মহানবী (সা.) বললেন, মানুষকে তার ভালবাসার সত্তা থেকে পৃথক করা হয় না। যখন উম্মে তাহের সাহেবা এ হাদীস শুনেন, তখন তিনিও বলেন, আমার হৃদয়কে এমনই দেখি।

১০ পাতার পর....

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজ যুগের অনেক আহমদী নারীর অসাধারণ সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের উল্লেখ করেছেন, যা হুযূর (আই.) তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন।

এক জায়গায় সেনাবাহিনীতে ভর্তির বিষয়ে আহ্বান জানানো হলে লোকেরা নিরব থাকে। তখন এক বিধবা, যার একমাত্র সন্তান ছিল। তিনি যখন দেখলেন আহমদী মুবাল্লেগ বার বার আহবান জানাচ্ছে অথচ লোকেরা সাড়া দিচ্ছে না। তখন তিনি মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে যান আর নিজের ছেলের নাম ধরে চিৎকার করে বলতে থাকেন অমুক তুমি তোমার নাম কেন দিচ্ছ না? তুমি শোন নি খলীফাতুল মসীহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যুদ্ধে যাবার আহবান জানানো হচ্ছে। সে তাৎক্ষণিক উঠে দাঁড়াল আর নাম লিখাল। তাকে দেখে অন্যদের মাঝেও আবেগ সৃষ্টি হল, তারাও নাম লিখাতে শুরু করলো। মহিলা নিজের দায়িত্ব বুঝেছেন। খেলাফতের ডাকে একমাত্র ছেলেকে কুরবানী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন।

হুযূর (রা.) যখন এ ঘটনা জানলেন, তখন তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! মহিলা তার একমাত্র ছেলেকে তোমার ধর্মের জন্য, মুসলমানদের দেশের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন যদি তোমার মানুষের কুরবানীর প্রয়োজন হয় তাহলে আমার কোনো সন্তানকে নিয়ে নাও, তার ছেলের যেন কিছু না হয়।

১৯৫৩ সালের দাঙ্গার সময় এক মহিলা পায়ে হেঁটে সিয়ালকোট থেকে রাবওয়া আসেন আর জামা'তকে পুরো অবস্থা অবগত করেন। তখন ছুটিতে আসা এক আহমদী সৈন্যেকে এক স্থানীয় আহমদীর সাথে পাঠানো হয়। দেখুন কত বড় বীরত্ব ও সাহসের কথা, যেখানে পুরুষ পা ফেলতে ভয় পায় সেখানে এক মহিলা নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। খোদার ফযলে আমাদের মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি বীরত্বের অধিকারী।

হুযূর (আই.) দুজন মুবাল্লেগের কথা উল্লেখ করে বলেন, হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব বিয়ের পরপর কর্মক্ষেত্রে চলে যান। তিনি এক যুবতী স্ত্রীকে রেখে যান। যখন তিনি ফেরৎ আসেন তখন তিনি প্রৌঢ় বয়সের স্ত্রী পান। এ কুরবানী কোন সাধারণ কুরবানী নয়।

একজন কিরগিজ নারী আহমদী হবার পর প্রথম কুরআন পড়া শিখেন, নিজ আগ্রহে তা ভালভাবে শিখেন ও নিজ সন্তানসহ অন্য নারীদেরও কুরআন শেখাতে শুরু করেন। পরবর্তীতে জামা'তের কিরগিজ ওয়েবসাইটের কাজেও সেবা উপস্থাপন করেন।

নরওয়ের এক আহমদী নারীর যুক্তরাজ্য জলসায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তে অনড় থাকা এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিয়ে চাকরি চলে যাবার শংকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার ফলে তার অআহমদী উর্ধ্বতন নারী কর্মকর্তাও প্রভাবিত হন ও পরিশেষে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

যদি এসব ঘটনা শুনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আহমদী নারীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তবে এই পৃথিবীও জান্নাতসদৃশ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন।

৯পাতার পর.....

দুটি যে কারণে আমি জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছি। একটি হল, বান্দাকে অবগত করা যে তাদের এক খোদা আছেন এবং তোমরা সেই খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁর ইবাদত কর। যে উপায়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারো কর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান নির্বিশেষে একজন মানুষ যেন অপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রত্যেক মানুষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। এবং একজন মানুষের উচিত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করা এবং যখনই তার কোন সেবার প্রয়োজন হয় তার সেবা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা আহমদীরা যেন এই শহরেও উক্ত বিষয়গুলির উপর আমল করতে সক্ষম হই এবং সঠিক অর্থে আপনাদের সেবা করতে পারি এবং এখানকার মানুষ যাদের মনে বিন্দু মাত্র সংশয় রয়েছে সেই শঙ্কা দূর করতে পারি এবং তারা যেন উপলব্ধি করে যে আহমদী মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। ধন্যবাদ।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir